নটীর পূজা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ ১৩৩৩
দ্বিতীয় সংস্করণ পৌষ, ১৩৩৮
পুনর্মুদ্রণ চৈত্র, ১৩৪৯ ; মাঘ, ১৩৫২

মূল্য বারো আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

নাট্যোল্লিখিত পাত্রীগণ

লোকেশ্বরী ॥ রাজমহিষী, মহারাজ বিম্বিসারের পত্নী

মল্লিকা ॥ মহারানী লোকেশ্বরীর সহচরী

বাসবী, নন্দা, রত্নাবলী, অজিতা, ভদ্রা ॥ রাজকুমারীগণ

উৎপলপর্ণা ॥ বৌদ্ধ ভিক্ষুণী

শ্রীমতী ॥ বৌদ্ধধর্মরতা নটী

মালতী ॥ বৌদ্ধধর্মানুরাগিণী পল্লীবালা, শ্রীমতীর সহচরী

রাজকিংকরী ও রক্ষিণীগণ

সূচনা

ভিক্ষু উপালির প্রবেশ

গান

পূর্বগগনভাগে
দীপ্ত হইল সুপ্রভাত
তরুণারুণরাগে।
শুভ্র শুভ মুহূর্ত আজি
সার্থক কর রে,
অমৃতে ভর রে,
অমিত পুণ্যভাগী কে
জাগে, কে জাগে॥

কে আছ? ভিক্ষা চাই, ভগবান বুদ্ধের নামে ভিক্ষা আমার।

নটীর প্রবেশ ও প্রণাম

শুভমস্তবতু কল্যাণম্। বৎসে, তুমি কে।

নটী

আমি এই রাজবাড়ির নটী।

উপালি

এই পুরীতে আজ একা কেবল তুমিই জেগে ?

নটী

রাজকন্যারা সকলেই ঘুমিয়ে আছেন।

উপালি

ভগবান বুদ্ধের নামে ভিক্ষা চাই।

নটী

প্রভু অনুমতি করুন, রাজকন্যাদের ডেকে আনি।

উপালি

আজ তোমারই কাছে ভিক্ষা জানাতে এসেছি।

নটী

আমি যে অভাগী। প্রভুর ভিক্ষাপাত্রে আমার কুণ্ঠিত হবে। কী দেবো অনুমতি করুন।

উপালি

তোমার যা শ্রেষ্ঠ দান।

নটী

আমার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কী সে তো আমি জানিনে।

উপালি

না, ভগবান তোমাকে দয়া করেছেন, তিনি জানে

নটী

প্রভু, তাহলে তিনি স্বয়ং তুলে নিন যা আছে আমার।

উপালি

তাই নেবেন, তোমার পূজার ফুল। ঋতুরাজ বসন্ত যেমন করে পুষ্পবনের আত্মদানকে আপনিই জাগিয়ে তোলেন। তোমার সেইদিন এসেছে আমি তোমাকে জানিয়ে গেলুম। তুমি ভাগ্যবতী।

নটী

আমি অপেক্ষা করে থাকব।

প্রস্থান

রাজকন্যাদের প্রবেশ

প্রভু, ভিক্ষা নিয়ে যান। ফিরে যাবেন না, ফিরে যাবেন না। এ কী হল? চলে গেলেন?

রত্নাবলী

ভয় কী তোমাদের, বাসবী। ভিক্ষা নেবার লোকের অভাব নেই—ভিক্ষা দেবার লোকই কম।

নন্দা

না রত্না, ভিক্ষা নেবার লোককেই সাধনা করে খুঁজে পেতে হয়। আজকের দিন ব্যর্থ হল।

প্রস্থান

প্রথম অঙ্ক

মগধপ্রাসাদ কুঞ্জবনে

মহারানী লোকেশ্বরী, ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণা

লোকেশ্বরী

মহারাজ বিম্বিসার আজ আমাকে স্মরণ করেছেন?

ভিক্ষুণী

হাঁ।

লোকেশ্বরী

আজ তাঁর অশোকচৈত্যে পূজা-আয়োজনের দিন—সেইজন্যেই বুঝি?

ভিক্ষুণী

আজ বসন্তপূর্ণিমা।

লোকেশ্বরী

পূজা? কার পূজা?

ভিক্ষুণী

আজ ভগবান বুদ্ধের জন্মোৎসব—তাঁর উদ্দেশে পূজা।

লোকেশ্বরী

আর্যপুত্রকে বোলো গিয়ে আমার সব পূজা নিঃশেষে চুকিয়ে দিয়েছি। কেউ বা ফুল দেয় দীপ দেয়—আমি আমার সংসার শূন্য করে দিয়েছি।

ভিক্ষুণী

কী বলছ মহারানী?

লোকেশ্বরী

আমার একমাত্র ছেলে, চিত্র—রাজপুত্র আমার,—তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেল ভিক্ষু ক'রে। তবু বলে পূজা দাও। লতার মূল কেটে দিলে তবু চায় ফুলের মঞ্জরী।

ভিক্ষুণী

যাকে দিয়েছ তাকে হারাওনি। কোলে যাকে পেয়েছিলে আজ বিশ্বে তাকেই পেয়েছ।

লোকেশ্বরী

নারী, তোমার ছেলে আছে?

ভিক্ষুণী

না।

লোকেশ্বরী

কোনোদিন ছিল?

ভিক্ষুণী

না। আমি প্রথমবয়সেই বিধবা।

লোকেশ্বরী

তাহলে চুপ করো। যে-কথা জান না সে-কথা বোলো না।

ভিক্ষুণী

মহারানী, সত্যধর্মকে তুমিই তো রাজান্তঃপুরে সকলের প্রথমে আহ্বান করে এনেছিলে? তবে কেন আজ—

লোকেশ্বরী

আশ্চর্য—মনে আছে তো দেখি। ভেবেছিলেম সে-কথা বুঝি তোমাদের গুরু ভুলে গিয়েছেন। ভিক্ষু ধর্মরুচিকে ডাকিয়ে প্রতিদিন কল্যাণপঞ্চবিংশতিকা পাঠ করিয়ে তবে জল গ্রহণ করেছি, এক-শ ভিক্ষুকে অন্ন দিয়ে তবে ভাঙত আমার উপবাস, প্রতিবৎসর বর্ষার শেষে সমস্ত সংঘকে ত্রিচীবর বস্ত্র দেওয়া ছিল আমার ব্রত। বুদ্ধের ধর্মবৈরী দেবদত্তের উপদেশে যেদিন এখানে সকলেরই মন টলমল, একা আমি অবিচলিত নিষ্ঠায় ভগবান তথাগতকে এই উদ্যানের অশোকতলায় বসিয়ে সকলকে ধর্মতত্ত্ব শুনিয়েছি। নিষ্ঠুর, অকৃতজ্ঞ, শেষে এই

পুরস্কার আমারই। যে-মহিষীরা বিদ্বেষে জ্বলেছিল, আমার অন্নে বিষ মিশিয়েছে যারা, তাদের তো কিছুই হল না, তাদের ছেলেরা তো রাজভোগে আছে।

ভিক্ষুণী

সংসারের মূল্যে ধর্মের মূল্য নয় মহারানী। সোনার দাম আর আলোর দাম কি এক।

লোকেশ্বরী

যেদিন দেবদত্তের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন কুমার অজাতশত্রু, আমি নির্বোধ সেদিন হেসেছিলেম। ভেবেছিলেম ভাঙা ভেলায় এরা সমুদ্র পার হতে চায়। দেবদত্তের শক্তির জোরে পিতা থাকতেই রাজা হবেন এই ছিল তাঁর আশা। আমি নির্ভয়ে সগর্বে বললেম, দেবদত্তের চেয়েও যে-গুরুর পুণ্যের জোর বেশি তাঁর প্রসাদে অমঙ্গল কেটে যাবে। এত বিশ্বাস ছিল আমার। ভগবান বুদ্ধকে—শাক্যসিংহকে—আনিয়ে তাঁকে দিয়ে আর্যপুত্রকে আশীর্বাদ করালেম। তবু জয় হল কার ?

ভিক্ষুণী

তোমারই। সেই জয়কে অন্তর থেকে বাইরে ফিরিয়ে দিয়ো না।

লোকেশ্বরী

আমারই!

ভিক্ষুণী

নয় তো কী। পুত্রের রাজ্যলোভ দেখে মহারাজ বিম্বিসার স্বেচ্ছায় যেদিন সিংহাসন ছেড়ে দিতে পারলেন সেদিন তিনি যে-রাজ্য জয় করেছিলেন—

লোকেশ্বরী

সে-রাজ্য মুখের কথা, ক্ষত্রিয় রাজার পক্ষে সে বিদ্রূপ। আর আমার দিকে তাকাও দেখি। আমি আজ স্বামীসত্ত্বে বিধবা, পুত্রসত্ত্বে পুত্রহীনা, প্রাসাদের মাঝখানে থেকেও নির্বাসিতা। এটা তো মুখের কথা নয়। যারা তোমাদের ধর্ম কোনোদিন মানেনি তারা আজ আমাকে দেখে অবজ্ঞায় হেসে চলে যাচ্ছে। তোমরা যাঁকে বল শ্রীবজ্রসত্ত্ব, আজ কোথায় তিনি—পড়ুক না তাঁর বজ্র এদের মাথায়।

ভিক্ষুণী

মহারানী, এর মধ্যে সত্য আছে কোথায়। এ তো ক্ষণকালের স্বপ্ন—যাক না ওরা হেসে।

লোকেশ্বরী

স্বপ্ন বটে। তা এই স্বপ্নটা আমি চাইনে। আমি

চাই অন্য স্বপ্নটা, যাকে বলে বিত্ত, যাকে বলে পুত্র, যাকে বলে মান। সেই স্বপ্নে বিকশিত হয়ে ওইদিকে যাঁরা মাথা উঁচু করে বেড়াচ্ছেন, বলো না তাঁদের গিয়ে। পুজো দিন না তাঁরা।

ভিক্ষুণী

যাই তবে।

লোকেশ্বরী

যাও, (কিন্তু আমার মতো নির্বোধ নয় ওরা। ওদের কিছুই হারাবে না, সবই থাকবে,—ওরা তো বুদ্ধকে মানেনি, শাক্যসিংহের দয়া তো ওদের উপর পড়েনি, তাই বেঁচে গেল, বেঁচে গেল ওরা। অমন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন। ধৈর্যের ভান করতে শিখেছ?

ভিক্ষুণী

কেমন করে বলব। এখনো ভিতরে ভিতরে ধৈর্য ভঙ্গ হয়।

লোকেশ্বরী

ধৈর্য ভঙ্গ হয় তবু মনে মনে কেবল আমাদের ক্ষমাই করছ। তোমাদের এই নীরব স্পর্ধা অসহ্য।) যাও।

ভিক্ষুণীর প্রস্থানোদ্যম

লোকেশ্বরী

শোনো শোনো, ভিক্ষুণী। চিত্র কী একটা নতুন নাম নিয়েছে। জান তুমি?

ভিক্ষুণী

জানি, কুশলশীল।

লোকেশ্বরী

যে-নামে তার মা তাকে ডেকেছে সেটা আজ তার কাছে অশুচি! তাই ফেলে দিয়ে চলে গেল।

ভিক্ষুণী

মহারানী যদি ইচ্ছা কর তাঁকে একদিন তোমার কাছে আনতে পারি।

লোকেশ্বরী

আমি ইচ্ছা করতে যাব কোন্ লজ্জায়। আর আজ তুমি আনবে তাকে আমার কাছে, যে প্রথম এনেছে তাকে এই পৃথিবীতে!

ভিক্ষুণী

তবে আদেশ করো আমি যাই।

লোকেশ্বরী

একটু থামো। তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়?

ভিক্ষুণী

হয়।

লোকেশ্বরী

আচ্ছা, একবার না হয় তাকে— যদি সে— না, থাক্।

ভিক্ষুণী

আমি তাঁকে বলব। হয়তো তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে।

প্রস্থান

লোকেশ্বরী

হয়তো, হয়তো, হয়তো! নাড়ীর রক্ত দিয়ে তাকে তো পালন করেছিলাম, তার মধ্যে 'হয়তো' ছিল না। এতদিনের সেই মাতৃঋণের দাবি আজ এই একটুখানি হয়তো-য় এসে ঠেকল। একেই বলে ধর্ম! মল্লিকা।

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা

দেবী।

লোকেশ্বরী

কুমার অজাতশত্রুর সংবাদ পেলে?

মল্লিকা

পেয়েছি। দেবদত্তকে আনতে গেছেন। এ-রাজ্যে ত্রিরত্ন-পূজার কিছুই বাকি থাকবে না।

লোকেশ্বরী

ভীরু! রাজার সাহস নেই রাজত্ব করতে। বুদ্ধ-ধর্মের কত যে শক্তি তার প্রমাণ তো আমার উপর দিয়ে হয়ে গেছে। তবু ওই অপদার্থ দেবদত্তের আড়ালে না দাঁড়িয়ে এই মিথ্যাকে উপেক্ষা করতে ভরসা হল না।

মল্লিকা

মহারানী যাদের অনেক আছে তাদেরই অনেক আশঙ্কা। উনি রাজ্যেশ্বর, তাই ভয়ে ভয়ে সকল শক্তির সঙ্গেই সন্ধির চেষ্টা। বুদ্ধ-শিষ্যের সমাদর যখন বেশি হয়ে যায় অমনি উনি দেবদত্ত-শিষ্যদের ডেকে এনে তাদের আরো বেশি সমাদর করেন। ভাগ্যকে দুই দিক থেকেই নিরাপদ করতে চান।

লোকেশ্বরী

আমার ভাগ্য একেবারে নিরাপদ। আমার কিছুই নেই, তাই মিথ্যাকে সহায় করবার দুর্বলবুদ্ধি ঘুচে গেছে।

মল্লিকা

দেবী, ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণার মতোই তোমার এ-কথা।

তিনি বলেন, লোকেশ্বরী মহারানীর ভাগ্য ভালো, মিথ্যা যে-সব খোঁটায় মানুষকে বাঁধে, ভগবান মহাবোধির কৃপায় সেই সব খোঁটাই তাঁর ভেঙে গেছে।

লোকেশ্বরী

দেখো ওই সব বানানো কথা শুনলে আমার রাগ ধরে। তোমাদের অতিনির্মল ফাঁকা সত্য নিয়ে তোমরা থাকো, আমার ওই মাটিতে-মাখা খুঁটি-কটা আমাকে ফিরিয়ে দাও। তাহলে আবার না হয় অশোকচৈত্যে দীপ জ্বালব, এক-শ শ্রমণকে অন্ন দেবো, ওদের যত মন্ত্র আছে সব একধার থেকে আবৃত্তি করিয়ে যাব। আর তা যদি না হয় তো আসুন দেবদত্ত, তা তিনি সাঁচ্চাই হোন আর ঝুঁটোই হোন। যাই, একবার প্রাসাদ-শিখরে গিয়ে দেখি গে এঁরা কতদূরে।

উভয়ের প্রস্থান। বীণা হস্তে শ্রীমতীর প্রবেশ

শ্রীমতী

লতাবিতানতলে আসন বিছাইয়া, দূরে চাহিয়া

সময় হল, এসো তোমরা।

আপন মনে গান

নিশীথে কী কয়ে গেল মনে,
কী জানি কী জানি।

সে কি ঘুমে সে কি জাগরণে,
কী জানি কী জানি।

মালতীর প্রবেশ

মালতী

তুমি শ্রীমতী ?

শ্রীমতী

হাঁ গো, কেন বলো তো।

মালতী

প্রতিহারী পাঠিয়ে দিলে তোমার কাছে গান শিখতে।

শ্রীমতী

প্রাসাদে তোমাকে তো পূর্বে কখনো দেখিনি।

মালতী

নতুন এসেছি গ্রাম থেকে, আমার নাম মালতী।

শ্রীমতী

কেন এলে বাছা। সেখানে কি দিন কাটছিল না। ছিলে পূজার ফুল, দেবতা ছিলেন খুশি ; হবে ভোগের মালা, উপদেবতা হাসবে। ব্যর্থ হবে তোমার বসন্ত। গান শিখতে এসেছ ? এইটুকু তোমার আশা ?

মালতী

সত্যি বলব? তার চেয়ে অনেক বড়ো আশা। বলতে সংকোচ হয়।

শ্রীমতী

ও, বুঝেছি। রাজরানী হবার দুরাশা। পূর্বজন্মে যদি অনেক দুষ্কৃতি করে থাক তো হতেও পার। বনের পাখি সোনার খাঁচা দেখে লোভ করে, যখন তার ডানায় চাপে দুষ্টবুদ্ধি। যাও, যাও, ফিরে যাও, এখনো সময় আছে।

মালতী

কী তুমি বলছ, দিদি, ভালো বুঝতে পারছিনে।

শ্রীমতী

আমি বলছি—

গান

বাঁধন কেন ভূষণবেশে তোরে ভোলায়,
হায় অভাগী।
মরণ কেন মোহন হেসে তোরে দোলায়,
হায় অভাগী।

মালতী

তুমি আমাকে কিছুই বোঝনি। তবে স্পষ্ট করে

বলি। শুনেছি একদিন ভগবান বুদ্ধ বসেছিলেন এই আরাম-বনে অশোকতলায়। মহারাজ বিম্বিসার সেই-খানে নাকি বেদি গড়ে দিয়েছেন।

শ্রীমতী

হাঁ, সত্য।

মালতী

রাজবাড়ির মেয়েরা সন্ধ্যাবেলায় সেখানে পূজা দেন।—আমার যদি সে অধিকার না থাকে আমি সেখানে ধুলা ঝাঁট দেব এই আশা করে এখানে গায়িকার দলে ভরতি হয়েছি।

শ্রীমতী

এসো এসো বোন, ভালো হল। রাজকন্যাদের হাতে পূজার দীপে ধোঁওয়া দেয় বেশি, আলো দেয় কম। তোমার নির্মল হাতদুখানির জন্যে অপেক্ষা ছিল। কিন্তু এ-কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিলে কে।

মালতী

কেমন করে বলব, দিদি। আজ বাতাসে বাতাসে যে আগুনের মতো কী এক মন্ত্র লেগেছে। সেদিন আমার ভাই গেল চলে। তার বয়স আঠারো। হাত

ধরে জিজ্ঞাসা করলেম, "কোথায় যাচ্ছিস ভাই", সে বললে, "খুঁজতে।"

শ্রীমতী

নদীর সব ঢেউকেই সমুদ্র আজ একডাকে ডেকেছে। পূর্ণচাঁদ উঠল।—এ কী। তোমার হাতে যে আঙটি দেখি। কেমন লাগছে যে। স্বর্গের মন্দারকুঁড়ি তো ধুলোর দামে বিকিয়ে গেল না?

মালতী

তবে খুলে বলি—তুমি সব কথা বুঝবে।

শ্রীমতী

অনেক কেঁদে বোঝবার শক্তি হয়েছে।

মালতী

তিনি ধনী, আমরা দরিদ্র। দূর থেকে চুপ করে তাঁকে দেখেছি। একদিন নিজে এসে বললেন, "মালতীকে আমার ভালো লাগে।" বাবা বললেন, "মালতীর সৌভাগ্য।" সব আয়োজন সারা হল যেদিন এলেন তিনি দ্বারে। বরের বেশে নয় ভিক্ষুর বেশে। কাষায়বস্ত্র, হাতে দণ্ড। বললেন, "যদি দেখা হয়তো মুক্তির পথে, এখানে নয়।"—দিদি, কিছু মনে কোরো না—এখনো চোখে জল আসছে, মন যে ছোটো।

শ্রীমতী

চোখের জল বয়ে যাক না। মুক্তিপথের ধুলো ওই জলে মরবে।

মালতী

প্রণাম করে বললেম, “আমার তো বন্ধন ক্ষয় হয়নি। যে আঙটি পরাবে কথা দিয়েছিলে সেটি দিয়ে যাও।” এই সেই আঙটি। ভগবানের আরতিতে এটি যেদিন আমার হাত থেকে তাঁর পায়ে খসে পড়বে সেইদিন মুক্তির পথে দেখা হবে।

শ্রীমতী

কত মেয়ে ঘর বেঁধেছিল, আজ তারা ঘর ভাঙল। কত মেয়ে চীবর পরে পথে বেরিয়েছে, কে জানে সে কি পথের টানে, না পথিকের টানে। কতবার হাত জোড় করে মনে মনে প্রার্থনা করি—বলি, “মহাপুরুষ, উদাসীন থেকো না। আজ ঘরে ঘরে নারীর চোখের জলে তুমিই বন্যা বইয়ে দিলে, তুমিই তাদের শান্তি দাও।” রাজবাড়ির মেয়েরা ওই আসছেন।

বাসবী নন্দা রত্নাবলী অজিতা মল্লিকা ভদ্রার প্রবেশ

বাসবী

এ মেয়েটি কে, দেখি দেখি। চুল চূড়া করে বেঁধেছে,

অলকে দিয়েছে জবা। নন্দা, দেখে যাও, আকন্দের মালা দিয়ে বেণী কী রকম উঁচু করে জড়িয়েছে। গলায় বুঝি কুঁচফলের হার? শ্রীমতী, এ কোথা থেকে এল?

শ্রীমতী

গ্রাম থেকে। ওর নাম মালতী।

রত্নাবলী

পেয়েছ একটি শিকার! ওকে শিষ্যা করবে বুঝি? আমাদের উদ্ধার করতে পারলে না, এখন গ্রামের মেয়ে ধরে মুক্তির ব্যবসা চালাবে!

শ্রীমতী

গ্রামের মেয়ের মুক্তির ভাবনা কী। ওখানে স্বর্গের হাতের কাজ ঢাকা পড়েনি— না ধুলায়, না মণিমাণিক্যে— স্বর্গ তাই আপনি ওদের চিনে নেয়।

রত্নাবলী

স্বর্গে যদি না যাই সেও ভালো কিন্তু তোমার উপদেশের জোরে যেতে চাইনে। গণেশের ইঁদুরের কৃপায় সিদ্ধিলাভ করতে আমার উৎসাহ নেই, বরঞ্চ যমরাজের মহিষটাকে মানতে রাজি আছি।

নন্দা

রত্না, তোমার বাহন তো তৈরিই আছে,— লক্ষ্মীর

পেঁচা। দেখো তো অজিতা, শ্রীমতীকে নিয়ে কেন বিদ্রূপ। ও তো উপদেশ দিতে আসে না।

বাসবী

ওর চুপ করে থাকাই তো রাশীকৃত উপদেশ। ওই দেখো না, চুপি চুপি হাসছে। ওটা কি উপদেশ হল না।

রত্নাবলী

মহৎ উপদেশ। অর্থাৎ কিনা, মধুরের দ্বারা কটুকে জয় করবে, হাস্যের দ্বারা ভাষ্যকে।

বাসবী

একটু ঝগড়া কর না কেন, শ্রীমতী। এত মধুর কি সহ্য হয়। মানুষকে লজ্জা দেওয়ার চেয়ে মানুষকে রাগিয়ে দেওয়া যে ঢের ভালো।

শ্রীমতী

ভিতরে তেমন ভালো যদি হতেম বাইরে মন্দর ভান করলে সেটা গায়ে লাগত না। কলঙ্কের ভান করা চাঁদকেই শোভা পায়। কিন্তু অমাবস্যা! সে যদি মেঘের মুখোশ পরে।

অজিতা

ওই দেখো, গ্রামের মেয়েটি অবাক হয়ে ভাবছে,

রাজবাড়ির মেয়েগুলোর রসনায় রস নেই কেবল ধারই আছে। কী তোমার নাম, ভুলে গেছি।

মালতী

মালতী।

অজিতা

কী ভাবছিলে বলো না।

মালতী

দিদিকে ভালোবেসেছি, তাই ব্যথা লাগছিল।

অজিতা

আমরা যাকে ভালোবাসি তাকেই ব্যথা দেবার ছল করি। রাজবাড়ির অলংকারশাস্ত্রের এই নিয়ম। মনে রেখো।

ভদ্রা

মালতী, কী একটা কথা যেন বলতে যাচ্ছিলে। বলেই ফেলো না। আমাদের তুমি কী ভাবো জানতে ভারি কৌতূহল হয়।

মালতী

আমি বলতে চাচ্ছিলেম, "হাঁ গা, তোমরা নিজের কথা শুনতেই এত ভালোবাস, গান শোনবার সময় বয়ে যায়।

সকলের উচ্চহাস্য

বাসবী

হাঁ গা, হাঁ গা। রাজবাড়ির ব্যাকরণচুঞ্চুকে ডাকো, তাঁর শিক্ষা সম্বোধনের শেষ পর্যন্ত পৌঁছয়নি।

রত্নাবলী

হাঁ গা বাসবী, হাঁ গা রাজকুলমুকুটমণিমালিকা!

বাসবী

হাঁ গা রত্নাবলী, হাঁ গা ভুবনমোহনলাবণ্য-কৌমুদী— ব্যাকরণের এ কী নূতন সম্পদ। সম্বোধনে হাঁ গা!

মালতী

দিদি, এঁরা কি আমার উপরে রাগ করেছেন।

নন্দা

ভয় নেই তোমার মালতী। দিগ্‌বালিকারা শিউলি-বনে যখন শিল বৃষ্টি করে তখন রাগ ক'রে করে না, তাদের আদর করবার প্রথাই ওই।

অজিতা

ওই দেখো, শ্রীমতী মনে মনেই গান গেয়ে যাচ্ছে। আমাদের কথা ওর কানেই পৌঁছচ্ছে না। শ্রীমতী, গলা ছেড়ে গাও না, আমরাও যোগ দেব।

শ্রীমতীর গান

নিশীথে কী কয়ে গেল মনে,
কী জানি, কী জানি।
সে কি ঘুমে সে কি জাগরণে
কী জানি কী জানি।
নানাকাজে নানামতে
ফিরি ঘরে, ফিরি পথে
সে-কথা কি অগোচরে বাজে ক্ষণে ক্ষণে
কী জানি, কী জানি।
সে-কথা কি অকারণে ব্যথিছে হৃদয়,
একি ভয়, একি জয়।
সে-কথা কি কানে কানে বারে বারে কয়
"আর নয়, আর নয়।"
সে-কথা কি নানাসুরে
বলে মোরে, "চলো দূরে,"
সে কি বাজে বুকে মম, বাজে কি গগনে,
কী জানি, কী জানি।

বাসবী

মালতী, তোমার চোখে যে জল ভরে এল। এ-গানের মধ্যে কী বুঝলে বলো তো।

মালতী

শ্রীমতী ডাক শুনেছে।

বাসবী

কার ডাক।

মালতী

যার ডাকে আমার ভাই গেল চলে। যার ডাকে আমার—

বাসবী

কে, কে তোমার।

শ্রীমতী

মালতী, বোন আমার, চুপ, আর বলিসনে। চোখ মুছে ফেল্, এ কাঁদবার জায়গা নয়।

বাসবী

শ্রীমতী, ওকে বাধা দিলে কেন। তুমি কি মনে ভাবো আমরা কেবল হাসতেই জানি।

ভদ্রা

আমরা কি একেবারেই জানিনে হাসি কোন্ জায়গায় নাগাল পায় না।

মালতী

রাজকুমারী, আজ তো বাতাসে বাতাসে কথা চলছে তোমরা শোননি ?

নন্দা

সকালের আলোতে পদ্মের পাপড়ি খুলে যায়, কিন্তু রাজপ্রাসাদের দেয়াল তো খোলে না।

লোকেশ্বরীর প্রবেশ। সকলের প্রণাম

লোকেশ্বরী

আমি সহ্য করতে পারছিনে। ওই শুনছ না রাস্তায় রাস্তায় স্তবের ধ্বনি—ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে, নমঃ সংঘায় মহত্তমায়। শুনলে এখনো আমার বুকের ভিতর দ্বলে ওঠে।

কানে হাত দিয়া

আজই থামিয়ে দেওয়া চাই। এখনি, এখনি।

মল্লিকা

দেবী শান্ত হোন।

লোকেশ্বরী

শান্ত হব কিসে। কোন্ মন্ত্রে শান্ত করবে? সেই নমঃ পরমশান্তায় মহাকারুণিকায়— এ মন্ত্র আর নয়, আর নয়। আমার মন্ত্র, নমো বজ্রক্রোধডাকিন্যৈ, নমঃ শ্রীবজ্রমহাকালায়। অস্ত্র দিয়ে আগুন দিয়ে রক্ত দিয়ে জগতে শান্তি আসবে। নইলে মার কোল ছেড়ে ছেলে চলে যাবে, সিংহাসন থেকে রাজমহিমা জীর্ণপত্রের

মতো খসে খসে পড়বে।—তোমরা কুমারীরা এখানে কী করছ।

রত্নাবলী

হাসিয়া

অপেক্ষা করছি উদ্ধারের। মলিন মনকে নির্মল করে এই শ্রীমতীর শিষ্যা হবার পথে একটু একটু করে এগোচ্ছি।

বাসবী

অশ্রাব্য তোমার এই অত্যুক্তি।

লোকেশ্বরী

এই নটীর শিষ্যা! শেষকালে তাই ঘটাবে, সেই ধর্মই এসেছে। পতিতা আসবে পরিত্রাণের উপদেশ নিয়ে! শ্রীমতী বুঝি আজ হঠাৎ সাধ্বী হয়ে উঠেছে। যেদিন ভগবান বুদ্ধ অশোকবনে এসেছিলেন রাজপুরীর সকলেই তাঁকে দেখতে এল, একেও দয়া করে ডাকতে পাঠিয়েছিলেম। পাপিষ্ঠা এলই না। তবু আজ নাকি ভিক্ষু উপালি রাজবাড়িতে একমাত্র ওর হাতেই ভিক্ষা নিতে আসে, রাজকুমারীদের এড়িয়ে যায়। মূঢ়ে, রাজবংশের মেয়ে হয়ে তোরা এই ধর্মকে অভ্যর্থনা করতে বসেছিস, উচ্চ আসনকে ধুলায় টেনে ফেলবার এই

ধর্ম। যেখানে রাজার প্রভাব ছিল সেখানে ভিক্ষুর প্রভাব হবে—একে ধর্ম বলিস তোরা আত্মঘাতিনীরা ? উপালি তোকে কী মন্ত্র দিয়েছে উচ্চারণ কর্ দেখি নটী। দেখি কতবড়ো সাহস। পাপরসনায় পক্ষাঘাত হবে না ?

শ্রীমতী

করজোড়ে, উঠিয়া দাঁড়াইয়া

ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে
নমো ধর্মায় তারিণে
নমঃ সংঘায় মহত্তমায় নমঃ।

লোকেশ্বরী

ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে—থাক্ থাক্ থাম্ থাম্।

শ্রীমতী

মদ্বিতায় অনাথায় অনুকম্পায় যে বিভো—

লোকেশ্বরী

বক্ষে করাঘাত করিয়া

ওরে অনাথা, অনাথা।—শ্রীমতী একবার বলো তো, মহাকারুণিকো নাথো—

উভয়ে আবৃত্তি

মহাকারুণিকো নাথো হিতায় সব্বপাণিনং
পূরেত্বা পারমী সব্বা পত্তো সম্বোধিমুত্তমম্‌।

লোকেশ্বরী

হয়েছে হয়েছে, থাক্‌ আর নয়। নমো বজ্রক্রোধ-ডাকিন্যৈ।

অনুচরীর প্রবেশ

অনুচরী

মহারানী, এইদিকে আসুন নিভৃতে।

জনান্তিকে

রাজকুমার চিত্ত এসেছেন জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

লোকেশ্বরী

কে বলে ধর্ম মিথ্যা। পুণ্যমন্ত্রের যেমনি উচ্চারণ অমনি গেল অমঙ্গল। ওরে বিশ্বাসহীনারা, তোরা আমার দুঃখ দেখে মনে মনে হেসেছিলি। মহাকারুণিকো নাথো, তাঁর করুণার কতবড়ো শক্তি। পাথর গলে যায়। এই আমি তোদের সবাইকে বলে যাচ্ছি, পাব আবার পুত্রকে, পাব আবার সিংহাসন। যারা ভগবানকে অপমান করেছে দেখব তাদের দর্প কতদিন থাকে।

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি
সংঘং সরণং গচ্ছামি

বলিতে বলিতে অনুচরীসহ প্রস্থান

রত্নাবলী

মল্লিকা, হাওয়া আবার কোন্‌দিক থেকে বইল ?

মল্লিকা

আজকাল আকাশ জুড়ে এ যে পাগলামির হাওয়া, এর কি গতির স্থিরতা আছে। হঠাৎ কাকে কোন্‌দিকে নিয়ে যায় কেউ বলতে পারে না। সেই যে কলন্দক আজ চল্লিশ বছর জুয়ো খেলে কাটালে, সে হঠাৎ শুনি নাকি ওদের অর্হৎ হয়ে উঠেছে। আবার নন্দিবর্ধন, যজ্ঞে যে সর্বস্ব দিতে পণ করলে আজ ব্রাহ্মণ দেখলে সে মারতে যায়।

রত্নাবলী

তাহলে রাজকুমার চিত্র ফিরে এলেন।

মল্লিকা

দেখো না শেষ পর্যন্ত কী হয়।

মালতী

ভগবান দয়াবতার যেদিন এখানে এসেছিলেন সেদিন শ্রীমতীদিদি তাঁকে দেখতে যাওনি, একি সত্য।

শ্রীমতী

সত্য। তাঁকে দেখা দেওয়াই যে পূজা দেওয়া। আমি মলিন, আমার মধ্যে তো নৈবেদ্য প্রস্তুত ছিল না।

মালতী

হায় হায়, তবে কী হল দিদি।

শ্রীমতী

অত সহজে তাঁর কাছে গেলে যে যাওয়া ব্যর্থ হয়। তাঁকে কি চেয়ে দেখলেই দেখি, তাঁর কথা কানে শুনলেই কি শোনা যায়।

রত্নাবলী

ইস, এটা আমাদের পরে কটাক্ষপাত হল। একটু প্রশ্রয়ের হাওয়াতেই নটীর সৌজন্যের আবরণ উড়ে যায়।

শ্রীমতী

(কৃত্রিম সৌজন্যের দিন আমার গেছে। মিথ্যা স্তব করব না, স্পষ্টই বলব, তোমাদের চোখ যাঁকে দেখেছে তোমরা তাঁকে দেখনি।)

রত্নাবলী

বাসবী, ভদ্রা, এই নটীর স্পর্ধা সহ্য করছ কেমন করে।

বাসবী

বাহির থেকে সত্যকে যদি সহ্য করতে না পারি তাহলে ভিতর থেকে মিথ্যাকে সহ্য করতে হবে। শ্রীমতী আর-একবার গাও তো তোমার মন্ত্রটি, আমার মনের কাঁটাগুলোর ধার ক্ষয়ে যাক।

শ্রীমতী

ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে
নমো ধর্মায় তারিণে
নমঃ সংঘায় মহত্তমায় নমঃ।

নন্দা

ভগবানকে দেখতে গিয়েছিলেম আমরা, ভগবান নিজে এসে দেখা দিয়েছেন শ্রীমতীকে, ওর অন্তরের মধ্যে।

রত্নাবলী

বিনয় ভুলেছ নটী। এ-কথার প্রতিবাদ করবে না?

শ্রীমতী

কেন করব রাজকুমারী। তিনি যদি আমারও অন্তরে পা রাখেন তাতে কি আমার গৌরব, না তাঁরই।

বাসবী

থাক্ থাক্ মুখের কথায় কথা বেড়ে যায়। তুমি গান গাও।

শ্রীমতীর গান

তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে
খুঁজিতে আমার আপনারে ?
তোমারি যে ডাকে
কুসুম গোপন হতে বাহিরায় নগ্ন শাখে শাখে,
সেই ডাকে ডাকো আজি তারে।
তোমারি সে-ডাকে বাধা ভোলে,
শ্যামল গোপন প্রাণ ধূলি-অবগুণ্ঠন খোলে।
সে-ডাকে তোমারি
সহসা নবীন উষা আসে হাতে আলোকের ঝারি,
দেয় সাড়া ঘন অন্ধকারে ॥

নেপথ্যে

ওঁ নমো রত্নত্রয়ায় বোধিসত্ত্বায় মহাসত্ত্বায় মহাকারুণিকায়।

উৎপলপর্ণার প্রবেশ

সকলে

ভগবতী, নমস্কার।

ভিক্ষুণী

ভবতু সব্বমঙ্গলং রক্‌খন্তু সব্বদেবতা।
সব্ববুদ্ধানুভাবেন সদা সোত্থী ভবন্তু তে ॥

শ্রীমতী।

শ্রীমতী

কী আদেশ।

ভিক্ষুণী

আজ বসন্তপূর্ণিমায় ভগবান বোধিসত্ত্বের জন্মোৎসব। অশোকবনে তাঁর আসনে পূজা-নিবেদনের ভার শ্রীমতীর উপর।

রত্নাবলী

বোধ হয় ভুল শুনলেম। কোন্ শ্রীমতীর কথা বলছেন।

ভিক্ষুণী

এই যে, এই শ্রীমতী।

রত্নাবলী

রাজবাড়ির এই নটী?

ভিক্ষুণী

হাঁ, এই নটী।

রত্নাবলী

স্থবিরদের কাছে উপদেশ নিয়েছেন?

ভিক্ষুণী

তাঁদেরই এই আদেশ।

রত্নাবলী

কে তাঁরা। নাম শুনি।

ভিক্ষুণী

একজন তো উপালি।

রত্নাবলী

উপালি তো নাপিত।

ভিক্ষুণী

সুনন্দও বলেছেন।

রত্নাবলী

তিনি গোয়ালার ছেলে।

ভিক্ষুণী

সুনীতেরও এই আদেশ।

রত্নাবলী

তিনি নাকি জাতিতে পুক্কুস।

ভিক্ষুণী

রাজকুমারী, এঁরা জাতিতে সকলেই এক। এঁদের আভিজাত্যের সংবাদ তুমি জান না।

রত্নাবলী

নিশ্চয় জানিনে। বোধ হয় এই নটী জানে। বোধ

হয় এর সঙ্গে জাতিতে বিশেষ প্রভেদ নেই। নইলে এত মমতা কেন।

ভিক্ষুণী

সে-কথা সত্য। রাজপিতা বিম্বিসার রাজগৃহ-নগরীর নির্জনবাস থেকে স্বয়ং আজ এসে ব্রতপালন করবেন। তাঁকে সংবর্ধন করে আনি গে।

প্রস্থান

অজিতা

কোথায় চলেছ শ্রীমতী।

শ্রীমতী

অশোকবনের আসনবেদি ধৌত করতে যাব।

মালতী

দিদি আমাকে সঙ্গে নিয়ো।

নন্দা

আমিও যাব।

অজিতা

ভাবছি গেলে হয়।

বাসবী

আমিও দেখি গে, তোমাদের অনুষ্ঠানটা কী রকম।

রত্নাবলী

কী শোভা। শ্রীমতী করবে পূজার উদ্‌যোগ, তোমরা পরিচারিকার দল করবে চামরবীজন।

বাসবী

আর এখান থেকে তুমি অভিশাপের উষ্ণ নিশ্বাস ফেলবে। তাতে অশোকবনও দগ্ধ হবে না, শ্রীমতীর শান্তিও থাকবে অক্ষুণ্ণ।

রত্নাবলী ও মল্লিকা ব্যতীত আর সকলের প্রস্থান

রত্নাবলী

সইবে না! সইবে না! এ একেবারে সমস্তর বিরুদ্ধ। মল্লিকা, পুরুষ হয়ে জন্মালুম না কেন। এই কঙ্কণপরা হাতের 'পরে ধিক্‌কার হয়। যদি থাকত তলোয়ার। তুমিও তো মল্লিকা সমস্তক্ষণ চুপ করে বসে ছিলে, একটি কথাও কওনি। তুমিও কি ওই নটীর পরিচারিকার পদ কামনা কর।

মল্লিকা

করলেও পাব না। নটী আমাকে খুব চেনে।

রত্নাবলী

চুপ করে সহ্য কর কী করে বুঝতে পারিনে। ধৈর্য নিরুপায় ইতর লোকের অস্ত্র, রাজার মেয়েদের না।

মল্লিকা

আমি জানি প্রতিকার আসন্ন, তাই শক্তির অপব্যয় করিনে।

রত্নাবলী

নিশ্চিত জান?

মল্লিকা

নিশ্চিত।

রত্নাবলী

গোপন কথা যদি হয় বোলো না। কেবল এইটুকু জানতে চাই ওই নটী কি আজ সন্ধ্যাবেলায় পূজা করবে আর রাজকন্যারা জোড়হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে।

মল্লিকা

না কিছুতেই না। আমি কথা দিচ্ছি।

রত্নাবলী

রাজগৃহলক্ষ্মী তোমার বাণীকে সার্থক করুন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

রাজোদ্যান

লোকেশ্বরী ও মল্লিকা

মল্লিকা

পুত্রের সঙ্গে তো দেখা হল মহারানী। তবে এখনো কেন—

লোকেশ্বরী

পুত্রের সঙ্গে? পুত্র কোথায়। এ যে মৃত্যুর চেয়ে বেশি। আগে বুঝতে পারিনি।

মল্লিকা

এমন কথা কেন বলছেন্।

লোকেশ্বরী

পুত্র যখন অপুত্র হয়ে মার কাছে আসে তার মতো দুঃখ আর নেই। কী রকম করে সে চাইলে আমার দিকে। তার মা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে— কোথাও কোনো তার চিহ্নও নেই। নিজের এতবড়ো নিঃশেষে সর্বনাশ কল্পনাও করতে পারতুম না।

মল্লিকা

রক্তমাংসের জন্মকে সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে ফেলে এঁরা যে নির্মল নূতন জন্ম লাভ করেন।

লোকেশ্বরী

হায় রে রক্তমাংস। হায় রে অসহ্য ক্ষুধা, অসহ্য বেদনা। রক্তমাংসের তপস্যা এদের এই শূন্যের তপস্যার চেয়ে কি কিছুমাত্র কম।

মল্লিকা

কিন্তু যাই বল দেবী, তাঁকে দেখলেম, সে কী রূপ। আলো দিয়ে ধোওয়া যেন দেবমূর্তিখানি।

লোকেশ্বরী

ওই রূপ নিয়ে তার মাকে সে লজ্জা দিয়ে গেল। যে মায়ের প্রাণ আমার নাড়ীতে, যে মায়ের স্নেহ আমার হৃদয়ে, তাকে ওই রূপ ধিক্কার দিলে। যে-জন্ম তাকে দিয়েছি আমি, সে-জন্মের সঙ্গে তার এ-জন্মের কেবল যে বিচ্ছেদ তা নয়, বিরোধ। দেখ্ মল্লিকা আজ খুব স্পষ্ট করে বুঝতে পারলেম এ ধর্ম পুরুষের তৈরি। এ ধর্মে মা ছেলের পক্ষে অনাবশ্যক; স্ত্রীকে স্বামীর প্রয়োজন নেই। যারা না পুত্র না স্বামী না ভাই সেই সব ঘরছাড়াদের একটুখানি ভিক্ষা দেবার জন্যে সমস্ত প্রাণকে শুকিয়ে

ফেলে আমরা শূন্য ঘরে পড়ে থাকব। মল্লিকা, এই পুরুষের ধর্ম আমাদের মেরেছে, আমরাও একে মারব।

মল্লিকা

কিন্তু দেবী, দেখনি, মেয়েরাই যে দলে দলে চলেছে বুদ্ধকে পূজা দেবার জন্যে।

লোকেশ্বরী

মূঢ় ওরা, ভক্তি করবার ক্ষুধার ওদের অন্ত নেই। যা ওদের সবচেয়ে মারে তাকেই ওরা সবচেয়ে বেশি করে দেয়। এই মোহকে আমি প্রশ্রয় দিইনে।

মল্লিকা

মুখে বলছ, মহারানী। নিশ্চয় জানি, তোমার ওই পুত্র আজ তোমার সেবাকক্ষের দ্বার দিয়ে বেরিয়ে এসে তোমার পূজাকক্ষের দ্বার দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছে। তোমার মানব-পুত্র কোল থেকে নেমে আজ দেবতা-পুত্র হয়ে তোমার হৃদয়ের পূজাবেদিতে চড়ে বসেছে।

লোকেশ্বরী

চুপ চুপ। বলিসনে। আমি হাত জোড় করে তাকে অনুরোধ করলেম, বললেম, "একরাত্রির জন্যে তোমার মাতার ঘরে থেকে যাও।" সে বললে, "আমার মাতার ঘরের উপরে ছাদ নেই— আছে আকাশ।"

মল্লিকা, যদি মা হতিস তো বুঝতিস কতবড়ো কঠিন কথা। বজ্র দেবতার হাতের কিন্তু সে তো বজ্র। বুক বিদীর্ণ হয়ে যায়নি! সেই বিদীর্ণ বুকের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ওই যে রাস্তার শ্রমণদের গর্জন আমার পাঁজর-গুলোর ভিতরে প্রতিধ্বনিত হয়ে বেড়াচ্ছে—বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সংঘং সরণং গচ্ছামি।

মল্লিকা

একি মহারানী, মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আজো আপনি যে নমস্কার করেন।

লোকেশ্বরী

ওই তো বিপদ। মল্লিকা, দুর্বলের ধর্ম মানুষকে দুর্বল করে। দুর্বল করাই এই ধর্মের উদ্দেশ্য। যত উঁচু মাথাকে সব হেঁট করে দেবে। ব্রাহ্মণকে বলবে সেবা করো, ক্ষত্রিয়কে বলবে ভিক্ষা করো। এই ধর্মের বিষ অনেকদিন স্বেচ্ছায় নিজের রক্তের মধ্যে পালন করেছি। সেইজন্যে আজ আমিই একে সবচেয়ে ভয় করি। ওই কে আসছে?

মল্লিকা

রাজকুমারী বাসবী। পূজাস্থলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন।

বাসবীর প্রবেশ

লোকেশ্বরী

পূজায় চলেছ ?

বাসবী

হাঁ।

লোকেশ্বরী

তোমাদের তো বয়স হয়েছে।

বাসবী

আমাদের ব্যবহারে তার কি কোনো বৈলক্ষণ্য দেখছেন।

লোকেশ্বরী

শিশু! তোমরা নাকি বলে বেড়াচ্ছ, অহিংসা পরমো ধর্মঃ।

বাসবী

আমাদের চেয়ে যাঁদের বয়স অনেক বেশি তাঁরাই বলে বেড়াচ্ছেন, আমরা তো কেবল মুখে আবৃত্তি করি মাত্র।

লোকেশ্বরী

নির্বোধকে কেমন করে বোঝাব অহিংসা ইতরের ধর্ম। হিংসা ক্ষত্রিয়ের বিশাল বাহুতে মাণিক্যের অঙ্গদ, নিষ্ঠুর তেজে দীপ্যমান।

বাসবী

শক্তির কি কোমল রূপ নেই।

লোকেশ্বরী

আছে, যখন সে ডোবায়। যখন সে দৃঢ় করে বাঁধে তখন না। পর্বতকে সৃষ্টিকর্তা নির্দয় পাথর দিয়ে গড়েছেন, পাঁক দিয়ে নয়। তোমাদের গুরুর কৃপায় উপর থেকে নিচে পর্যন্ত সবই কি হবে পাঁক। রাজবাড়িতে মানুষ হয়েও এই কথাটা মানতে ঘৃণা হয় না? চুপ করে রইলে যে?

বাসবী

ভেবে দেখছি, মহারানী।

লোকেশ্বরী

ভাববার কী আছে। চোখের সামনে দেখলে তো, রাজপুত্র একমুহূর্তে রাজা হতে ভুলে গেল। বলে গেল চরাচরকে দয়া করবার সাধনা করব। শোননি, বাসবী?

বাসবী

শুনেছি।

লোকেশ্বরী

তাহলে নির্দয়তা করবার গুরুতর কাজ গ্রহণ করবে কে। কেউ যদি না করে তবে বীরভোগ্যা বসুন্ধরার কী হবে গতি। যত সব মাথা-হেঁট-করা উপবাসজীর্ণ

ক্ষীণকণ্ঠ মন্দাগ্নিম্লান নির্জীবের হাতে তার দুর্গতির কি সীমা থাকবে। তোরা ক্ষত্রিয়ের মেয়ে, কথাটা তোদের কাছে এত নতুন ঠেকছে কেন বাসবী।

বাসবী

এই পুরোনো কথাটা হঠাৎ আজ যেন একদিমে ঢাকা পড়ে গেছে—বসন্তে নিষ্পত্র কিংশুকের শাখা যেমন করে ফুলে ঢেকে যায়।

লোকেশ্বরী

কখনো কখনো বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে পুরুষ আপন পৌরুষধর্ম ভুলে যায় কিন্তু নারীরা যদি তাকে সেটা ভুলতে দেয় তাহলে মরণ যে সেই নারীর। মহালতার জন্যে কি মহাবৃক্ষের দরকার নেই। সব গাছই গুল্ম হয়ে গেলে কি তার পক্ষে ভালো। বল্ না। মুখে যে উত্তর নেই।

বাসবী

মহাবৃক্ষ চাই বই কি।

লোকেশ্বরী

কিন্তু বনস্পতি নির্মূল করবার জন্যেই এসেছেন তোমাদের গুরু। তাও যে পরশুরামের মতো কুঠার হাতে করবেন এমন শক্তি নেই। কোমল শাস্ত্রবাক্যের পোকা তলায় তলায় লাগিয়ে দিয়ে মনুষ্যত্বের মজ্জাকে জীর্ণ

করবেন, বিনা যুদ্ধে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করে দেবেন। তাঁদেরও কাজ সারা হবে আর তোমরা রাজার মেয়েরা মাথা মুড়িয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে পথে পথে ফিরবে। তার আগেই যেন মরো আমার এই আশীর্বাদ। কী ভাবছ? কথাটা মনে লাগছে না?

বাসবী

ভালো করে ভেবে দেখি।

লোকেশ্বরী

ভেবে দেখবার দরকার নেই, প্রমাণ দেখো। আর্যপুত্র বিম্বিসার, ক্ষত্রিয় রাজা, রাজত্ব তো তাঁর ভোগের জিনিস নয়, তাতেই তাঁর ধর্মসাধনা। কিন্তু কোন্ মরুর ধর্ম কানে মন্ত্র দিল অমনি কত সহজেই রাজত্ব থেকে তিনি খসে পড়লেন—অস্ত্র হাতে না, রণক্ষেত্রে না, মৃত্যুর মুখে না। বাসবী, একদিন তুমিও রাজার মহিষী হবে এ আশা কি ত্যাগ করেছ।

বাসবী

কেন ত্যাগ করব।

লোকেশ্বরী

তাহলে জিজ্ঞাসা করি দয়া-মন্ত্রের হাওয়ায় যে-রাজা সিংহাসনের উপর কেবল টলমল করে, রাজদণ্ড যার হাতে

শিথিল, জয়তিলক যার ললাটে ম্লান তাকে শ্রদ্ধা করে বরণ করতে পারবে ?

বাসবী

না।

লোকেশ্বরী

আমার কথাটা বলি। মহারাজ বিম্বিসার সংবাদ পাঠিয়েছেন তিনি আজ আসবেন। তাঁর ইচ্ছা আমি প্রস্তুত থাকি। তোমরা ভাবছ ওঁর জন্যে সাজব। যে-মানুষ রাজাও নয় ভিক্ষুও নয়, যে-মানুষ ভোগেও নেই ত্যাগেও নেই তাকে অভ্যর্থনা। কখনো না। বাসবী, তোমাকে বারবার বলছি, এই পৌরুষহীন আত্মাবমাননার ধর্মকে কিছুতে স্বীকার কোরো না!

মল্লিকা

রাজকুমারী, কোথায় চলেছ ?

বাসবী

ঘরে।

মল্লিকা

এদিকে নটী যে প্রস্তুত হয়ে এল।

বাসবী

থাক্ থাক্।

প্রস্থান

মল্লিকা

মহারানী, শুনতে পাচ্ছ ?

লোকেশ্বরী

শুনছি বই কি। বিষম কোলাহল।

মল্লিকা

নিশ্চয় এঁরা এসে পড়েছেন।

লোকেশ্বরী

কিন্তু ওই যে এখনো শুনছি, নমো—

মল্লিকা

সুর বদলেছে। 'নমো বুদ্ধায়' গর্জন আরো প্রবল হয়ে উঠেছে আঘাত পেয়েই। সঙ্গে সঙ্গে ওই শোনো—'নমঃ পিনাকহস্তায়'। আর ভয় নেই।

লোকেশ্বরী

ভাঙল রে ভাঙল। যখন সব ধুলো হয়ে যাবে তখন কে জানবে ওর মধ্যে আমার প্রাণ কতখানি দিয়েছিলেম। হায় রে, কত ভক্তি। মল্লিকা, ভাঙার কাজটা শীঘ্র হয়ে গেলে বাঁচি—ওর ভিতটা যে আমার বুকের মধ্যে।

রত্নাবলীর প্রবেশ

রত্না, তুমিও চলেছ পূজায় ?

রত্নাবলী

ভ্রমক্রমে পূজ্যকে পূজা না করতে পারি কিন্তু অপূজ্যকে পূজা করার অপরাধ আমার দ্বারা ঘটে না।

লোকেশ্বরী

তবে কোথায় যাচ্ছ।

রত্নাবলী

মহারানীর কাছেই এখানে এসেছি। আবেদন আছে।

লোকেশ্বরী

কী, বলো।

রত্নাবলী

ওই নটী যদি এখানে পূজার অধিকার পায় তাহলে এই অশুচি রাজবাড়িতে বাস করতে পারব না।

লোকেশ্বরী

আশ্বাস দিচ্ছি আজ এ পূজা ঘটবে না।

রত্নাবলী

আজ না হোক কাল ঘটবে।

লোকেশ্বরী

ভয় নেই, কন্যা, পূজাকে সমূলে উচ্ছেদ করব।

রত্নাবলী

যে অপমান সহ্য করেছি তাতেও তার প্রতিকার হবে না।

লোকেশ্বরী

তুমি রাজার কাছে অভিযোগ করলে নটীর নির্বাসন, এমন কি, প্রাণদণ্ডও হোতে পারে।

রত্নাবলী

তাতে ওর গৌরব বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

লোকেশ্বরী

তবে তোমার কী ইচ্ছা।

রত্নাবলী

ও যেখানে পূজারিনী হয়ে পূজা করতে যাচ্ছিল সেখানেই ওকে নটী হয়ে নাচতে হবে। মল্লিকা, চুপ করে রইলে যে। তুমি কী বল?

মল্লিকা

প্রস্তাবটা কৌতুকজনক।

লোকেশ্বরী

আমার মন সায় দিচ্ছে না রত্না।

রত্নাবলী

ওই নটীর 'পরে মহারানীর এখনো দয়া আছে দেখছি।

লোকেশ্বরী

দয়া! কুকুর দিয়ে ওর মাংস ছিঁড়ে খাওয়াতে পারি। আমার দয়া! অনেকদিন ওখানে নিজের হাতে পূজা দিয়েছি। পূজার বেদি ভেঙে পড়বে সেও সইতে পারি। কিন্তু রাজরানীর পূজার আসনে আজ নটীর চরণাঘাত!

রত্নাবলী

প্রগলভতা মাপ করবেন। ওইটুকু ব্যথাকে যদি প্রশ্রয় দেন তবে ওই ব্যথার উপরেই ভাঙা পূজার বেদি বারেবারে গড়ে উঠবে।

লোকেশ্বরী

সে-ভয় মনে একেবারে নেই তা নয়।

রত্নাবলী

মোহে পড়ে যে-মিথ্যাকে মান দিয়েছিলেন তাকে দূরে সরিয়ে দিলেই মোহ কাটে না। সেই মিথ্যাকে অপমান করুন তবে মুক্তি পাবেন।

লোকেশ্বরী

মল্লিকা, ওই শোনো। উদ্যানের উত্তরদিক থেকে শব্দ আসছে। ভেঙে ফেললে, সব ভেঙে ফেললে। ওঁ নমো—যাক যাক ভেঙে যাক।

রত্নাবলী

চলো না, মহারানী, দেখে আসি গে।

লোকেশ্বরী

যাব যাব, কিন্তু এখনো না।

রত্নাবলী

আমি দেখে আসি গে।

প্রস্থান

লোকেশ্বরী

মল্লিকা, বাঁধন ছিঁড়তে বড়ো বাজে।

মল্লিকা

তোমার চোখ দিয়ে যে জল পড়ছে।

লোকেশ্বরী

ওই শোনো না, 'জয় কালী করালী'—অন্য ধ্বনিটা ক্ষীণ হয়ে এল, এ আমি সইতে পারছিনে।

মল্লিকা

বুদ্ধের ধর্মকে নির্বাসিত করলে আবার ফিরে আসবে—অন্য ধর্ম দিয়ে চাপা না দিলে শান্তি নেই। দেবদত্তের কাছে যখন নূতন মন্ত্র নেবে তখনি সান্ত্বনা পাবে।

লোকেশ্বরী

ছি ছি, বোলো না, বোলো না, মুখে এনো না।

দেবদত্ত ক্রূর সর্প, নরকের কীট। যখন অহিংসাব্রত নিয়েছিলেম তখনো মনে মনে তাকে প্রতিদিন দগ্ধ করেছি, বিদ্ধ করেছি। আর আজ! যে-আসনে আমার সেই পরমনির্মল জ্যোতির্ভাসিত মহাগুরুকে নিজে এনে বসিয়েছি তাঁর সেই আসনেই দেবদত্তকে ডেকে আনব!

জানু পাতিয়া

ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো। দ্বারত্রয়েণ কৃতং সর্বং অপরাধং ক্ষমতু মে প্রভো।

উঠিয়া

ভয় নেই, মল্লিকা, ভিতরে উপাসিকা আছে সে ভিতরেই থাক্, বাইরে আছে নিষ্ঠুরা, আছে রাজকুলবধূ, তাকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না। মল্লিকা, আমার নির্জন ঘরে গিয়ে বসি গে, যখন ধুলার সমুদ্রে আমার এতকালের আরাধনার তরণী একেবারে ডুবে যাবে তখন আমাকে ডেকো।

উভয়ের প্রস্থান। ধূপ দীপ গন্ধমাল্য মঙ্গলঘট প্রভৃতি পূজোপকরণ লইয়া রাজবাটীর একদল নারীর প্রবেশ।

পুষ্পপাত্রকে ঘিরিয়া সকলে

বণ্ণ-গন্ধ-গুণোপেতং এতং কুসুমসন্ততিং
পূজয়ামি মুনিন্দস্‌স সিরি-পাদ-সরোরুহে॥

প্রণাম ও শঙ্খধ্বনি। ধূপপাত্রকে ঘিরিয়া

গন্ধ-সম্ভার-যুত্তেন ধূপেনাহং সুগন্ধিনা

পূজয়ে পূজনেয্যন্ত্বং পূজাভাজনমুত্তমং ॥

শঙ্খধ্বনি ও প্রণাম

শ্রীমতী

প্রদীপের থালা ঘিরিয়া

ঘনসারপ্পদিত্তেন দীপেন তমধংসিনা।

তিলোকদীপং সম্বুদ্ধং পূজয়ামি তমোনুদং ॥

শঙ্খধ্বনি ও প্রণাম। আহার্য নৈবেদ্য ঘিরিয়া

অধিবাসেতু নো ভন্তে ভোজনং পরিকপ্পিতং

অনুকম্পং উপাদায় পতিগণহাতুমুত্তমং।

শঙ্খধ্বনি ও প্রণাম। জানু পাতিয়া

যো সন্নিসিন্নো বরোবোধিমূলে

মারং সসেনং মহতিং বিজেত্বা

সম্বোধিমাগঞ্ছি অনন্তঞাণো

লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধং।

বনের প্রবেশপথে পূজা সমাধা হল। এবার চলো স্তূপমূলে।

মালতী

কিন্তু শ্রীমতীদিদি, ওই দেখো, এদিকের পথ বেড়া দিয়ে বন্ধ।

শ্রীমতী

বেড়া ডিঙিয়ে যেতে পারব, চলো।

নন্দা

বোধ হচ্ছে রাজার নিষেধ।

শ্রীমতী

কিন্তু প্রভুর আদেশ আছে।

নন্দা

কী ভয়ংকর গর্জন। একি রাষ্ট্রবিপ্লব।

শ্রীমতী

গান ধরো।

গান

বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন হবে।
ছেড়ে যাব তীর মাভৈঃ রবে।
যাঁহার হাতের বিজয়মালা
রুদ্রদাহের বহ্নিজ্বালা,
নমি নমি নমি সে ভৈরবে।
কাল-সমুদ্রে আলোর যাত্রী
শূন্যে যে ধায় দিবসরাত্রি।
ডাক এল তার তরঙ্গেরি,
বাজুক বক্ষে বজ্রভেরি
অকূল প্রাণের সে উৎসবে॥

একদল অন্তঃপুররক্ষিণীর প্রবেশ

রক্ষিণী

ফেরো তোমরা এখান থেকে।

শ্রীমতী

আমরা প্রভুর পূজায় চলেছি।

রক্ষিণী

পূজা বন্ধ।

মালতী

আজ প্রভুর জন্মোৎসব।

রক্ষিণী

পূজা বন্ধ।

শ্রীমতী

এও কি সম্ভব।

রক্ষিণী

পূজা বন্ধ। আমি আর কিছু জানিনে। দাও তোমাদের অর্ঘ্য।

পূজার থালা প্রভৃতি ছিনাইয়া লইল

শ্রীমতী

এ কী পরীক্ষা আমার। অপরাধ কি ঘটেছে কিছু।

উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদপংসু্ বরুত্তমং

বুদ্ধে যো খলিতো দোসো বুদ্ধো খমতু তং মম।

রক্ষিণী

বন্ধ করো স্তব।

শ্রীমতী

দ্বারের কাছেই অবরোধ! প্রবেশ আমার ঘটল না ঘটল না।

মালতী

কাঁদ কেন শ্রীমতীদিদি। বিনা অর্ঘ্যে বিনা মন্ত্রে কি পূজা হয় না। ভগবান তো আমাদের মনের ভিতরেও জন্মলাভ করেছেন।

শ্রীমতী

শুধু তাই নয় মালতী, তাঁর জন্মে আমরা সবাই জন্মেছি। আজ সবারই জন্মোৎসব।

নন্দা

শ্রীমতী, হঠাৎ একমুহূর্তে আজ এমন দুর্দিন ঘনিয়ে এল কেন।

শ্রীমতী

দুর্দিনই যে সুদিন হয়ে ওঠবার দিন আজ। যা ভেঙেছে তা জোড়া লাগবে, যা পড়েছে তা উঠবে আবার।

অজিতা

দেখো শ্রীমতী, এখন আমার মনে হচ্ছে তোমাকে যে পূজার ভার দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে নিশ্চয় ভুল আছে। সব তাই নষ্ট হল। গোড়াতেই আমাদের বোঝা উচিত ছিল।

শ্রীমতী

আমি ভয় করিনে। জানি প্রথম থেকেই কেউ মন্দিরে দ্বার খোলা পায় না। ক্রমে যায় আগল খুলে। তবু আমার বলতে কোনো সংকোচ নেই যে, প্রভু আহ্বান করেছেন আমাকে। বাধা যাবে কেটে। আজই যাবে।

ভদ্রা

রাজার বাধাও সরাতে পারবে ?

শ্রীমতী

সেখানে রাজার রাজদণ্ড পৌঁছয় না।

রত্নাবলীর প্রবেশ

রত্নাবলী

কী বলছিলে, শুনেছি শুনেছি। তুমি রাজার বাধাও মান না এতবড়ো তোমার সাহস !

শ্রীমতী

পূজাতে রাজার বাধাই নেই।

রত্নাবলী

নেই রাজার বাধা? সত্যি নাকি। যেয়ো তুমি পূজা করতে, আমি দেখব দুই চোখের আশ মিটিয়ে।

শ্রীমতী

যিনি অন্তর্যামী তিনিই দেখবেন। বাহির থেকে সব সরিয়ে দিলেন, তাতে আড়াল পড়ে। এখন

বচসা মনসা চেব বন্দামেতে তথাগতে
সয়নে আসনে ঠানে গমনে চাপি সব্বদা।

রত্নাবলী

তোমার দিন এবার হয়ে এসেছে, অহংকার ঘুচবে।

শ্রীমতী

তা ঘুচবে। কিছুই বাকি থাকবে না, কিছুই না।

রত্নাবলী

এখন আমার পালা, আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি।

প্রস্থান

ভদ্রা

কিছুই ভালো লাগছে না। বাসবী বুদ্ধিমতী, সে আগেই কোথায় সরে পড়েছে।

অজিতা

আমার কেমন ভয় করছে।

উৎপলপর্ণার প্রবেশ

নন্দা

ভগবতী, কোথায় চলেছেন?

উৎপলপর্ণা

উপদ্রব এসেছে নগরে, ধর্ম পীড়িত, শ্রমণেরা শঙ্কিত, আমি পৌরপথে রক্ষামন্ত্র পড়তে চলেছি।

শ্রীমতী

ভগবতী, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না?

উৎপলপর্ণা

কেমন করে নিয়ে যাই? তোমার উপরে যে পূজার আদেশ আছে।

শ্রীমতী

পূজার আদেশ এখনো আছে দেবী?

উৎপলপর্ণা

সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সে আদেশের তো অবসান নেই।

মালতী

মাত, কিন্তু রাজার বাধা আছে যে।

উৎপলপর্ণা

ভয় নেই, ধৈর্য ধরো। সে বাধা আপনিই পথ করে দেবে। প্রস্থান

ভদ্রা

শুনছ অজিতা, রাস্তায় ও কি ক্রন্দন, না গর্জন।

নন্দা

আমার তো মনে হচ্ছে উদ্যানের ভিতরেই কারা প্রবেশ করে ভাঙচুর করছে। শ্রীমতী শীঘ্র চলো রাজ-মহিষী মাতার ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিইগে।

প্রস্থান

ভদ্রা

এসো অজিতা, সমস্তই যেন একটা দুঃস্বপ্ন বলে বোধ হচ্ছে।

রাজকুমারী প্রভৃতির প্রস্থান

মালতী

দিদি, বাইরে ওই যেন মরণের কান্না শুনতে পাচ্ছি। আকাশে দেখছ ওই শিখা! নগরে আগুন লাগল বুঝি! জন্মোৎসবে এই মৃত্যুর তাণ্ডব কেন।

শ্রীমতী

মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়েই জন্মের জয়যাত্রা।

মালতী

মনে ভয় আসছে বলে বড়ো লজ্জা পাচ্ছি দিদি। পূজা করতে যাব ভয় নিয়ে যাব এ আমার সহ্য হচ্ছে না।

শ্রীমতী

তোর ভয় কিসের বোন।

মালতী

বিপদের ভয় না। কিছুই যে বুঝতে পারছিনে, অন্ধকার ঠেকছে, তাই ভয়।

শ্রীমতী

আপনাকে এই বাইরে দেখিসনে। আজ যাঁর অক্ষয় জন্ম তাঁর মধ্যে আপনাকে দেখ্, তোর ভয় ঘুচে যাবে।

মালতী

তুমি গান করো দিদি, আমার ভয় যাবে।

শ্রীমতী

গান

আর রেখো না আঁধারে আমায়
দেখতে দাও।
তোমার মাঝে আমার আপনারে
আমায় দেখতে দাও।

কাঁদাও যদি কাঁদাও এবার,
সুখের গ্লানি সয় না যে আর,
যাক না ধুয়ে নয়ন আমার
অশ্রুধারে,
আমায় দেখতে দাও।
জানি না তো কোন্ কালো এই ছায়া,
আপন ব'লে ভুলায় যখন
ঘনায় বিষম মায়া।
স্বপ্নভারে জমল বোঝা,
চিরজীবন শূন্য খোঁজা,
যে মোর আলো লুকিয়ে আছে
রাতের পারে
আমায় দেখতে দাও॥

একজন অন্তঃপুররক্ষিণীর প্রবেশ

রক্ষিণী

শোনো, শোনো, শ্রীমতী।

মালতী

কেন নিষ্ঠুর হচ্ছ তোমরা। আর আমাদের যেতে বোলো না। আমরা দুটি মেয়ে এই উদ্যানের কাছে

মাটির 'পরে বসে থাকি না— তাতে তোমাদের কী ক্ষতি হবে।

রক্ষিণী

তোমাদেরই বা কী তাতে প্রয়োজন।

মালতী

ভগবান বুদ্ধ যে-উদ্যানে একদিন প্রবেশ করেছিলেন তার শেষপ্রান্তেও তাঁর পদধুলা আছে। তোমরা যদি ভিতরে না যেতে দাও তাহলে আমরা এইখানে সেই ধুলায় বসে মনের মধ্যে তাঁর জন্মোৎসব গ্রহণ করি—মন্ত্রও বলব না, অর্ঘ্যও দেব না।

রক্ষিণী

কেন বলবে না মন্ত্র। বলো, বলো। শুনতেও পাব না এত কী পাপ করেছি। অন্য রক্ষিণীরা দূরে আছে, এইবেলা আজ পুণ্যদিনে শ্রীমতী তোমার মধুর কণ্ঠ থেকে প্রভুর স্তব শুনে নিই। তুমি জেনো আমি তাঁর দাসী। যেদিন তিনি এসেছিলেন অশোক-ছায়ায় সেদিন আমি যে তাঁকে এই পাপচোখে দেখেছি তার পর থেকে আমার অন্তরে তিনি আছেন।

শ্রীমতী

নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়,
নমো নমো গোতম-চন্দিমায়,
নমো নমো নন্তগুণন্নবায়,
নমো নমো সাকিয়নন্দনায় ॥

রক্ষিণী, তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে বলো।

রক্ষিণী

আমার মুখে কি পুণ্যমন্ত্র বের হবে।

শ্রীমতী

ভক্তি আছে হৃদয়ে, যা বলবে তাই পুণ্য হবে। বলো

নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়

ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করাইয়া লইল

রক্ষিণী

আমার বুকের বোঝা নেমে গেল শ্রীমতী, আজকের দিন আমার সার্থক হল। যে-কথা বলতে এসেছিলেম এবার বলে নিই। তুমি এখান থেকে পালাও, আমি তোমাকে পথ করে দিচ্ছি।

শ্রীমতী

কেন।

রক্ষিণী

মহারাজ অজাতশত্রু দেবদত্তের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। তিনি অশোকতলে প্রভুর আসন ভেঙে দিয়েছেন।

মালতী

হায় হায় দিদি, হায় হায়, আমার দেখা হল না। আমার ভাগ্য মন্দ, ভেঙে গেল সব।

শ্রীমতী

কী বলিস মালতী। তাঁর আসন অক্ষয়। মহারাজ বিম্বিসার যা গড়েছিলেন তাই ভেঙেছে। প্রভুর আসনকে কি পাথর দিয়ে পাকা করতে হবে। ভগবানের নিজের মহিমাই তাকে রক্ষা করে।

রক্ষিণী

রাজা প্রচার করেছেন সেখানে যে-কেউ আরতি করবে, স্তবমন্ত্র পড়বে, তার প্রাণদণ্ড হবে। শ্রীমতী তাহলে তুমি আর কী করবে এখানে।

শ্রীমতী

অপেক্ষা করে থাকব।

রক্ষিণী

কতদিন।

শ্রীমতী

যতদিন না পূজার ডাক আসে। যতদিন বেঁচে আছি ততদিনই।

রক্ষিণী

পূর্ব হতে আজ তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি শ্রীমতী।

শ্রীমতী

কিসের ক্ষমা।

রক্ষিণী

হয়তো রাজার আদেশে তোমাকেও আঘাত করতে হবে।

শ্রীমতী

কোরো আঘাত।

রক্ষিণী

সে আঘাত হয়তো রাজবাড়ির নটীর উপরে পড়বে, কিন্তু প্রভুর ভক্ত সেবিকাকে আজও আমার প্রণাম, সেদিনও আমার প্রণাম, আমাকে ক্ষমা করো।

শ্রীমতী

আমার প্রভু আমাকে সকল আঘাত ক্ষমা করবার বর দিন। বুদ্ধো খমতু, বুদ্ধো খমতু।

অন্য রক্ষিণীর প্রবেশ

২ রক্ষিণী

রোদিনী।

১ রক্ষিণী

কী পাটলী।

পাটলী

ভগবতী উৎপলপর্ণাকে এরা মেরে ফেলেছে।

রোদিনী

কী সর্বনাশ।

শ্রীমতী

কে মারলে।

পাটলী

দেবদত্তের শিষ্যেরা।

রোদিনী

রক্তপাত তবে শুরু হল। তাই যদি হলই তাহলে আমাদের হাতেও অস্ত্র আছে। এ পাপ সইব না। এ যে প্রভুর সংঘকে মারলে। শ্রীমতী ক্ষমা চলবে না, অস্ত্র ধরো।

শ্রীমতী

লোভ দেখিয়ো না রোদিনী। আমি নটী, তোমার

ওই তলোয়ার দেখে আমার এই নাচের হাতও চঞ্চল হয়ে উঠল।

পাটলী

তাহলে এই নাও।

তরবারি দান

শ্রীমতী

শিহরিয়া হাত হইতে তলোয়ার পড়িয়া গেল

না, না। প্রভুর কাছ থেকে অস্ত্র পেয়েছি। চলছে আমার যুদ্ধ, মার পরাস্ত হোক, প্রভুর জয় হোক।

পাটলী

চল্ রোদিনী, ভগবতীর দেহ বহন করে নিয়ে যেতে হবে শ্মশানে।

উভয়ের প্রস্থান। কয়েকজন রক্ষিণী সহ রত্নাবলীর প্রবেশ

রত্নাবলী

এই যে এখানেই আছে। ওকে রাজাদেশ শুনিয়ে দাও।

রক্ষিণী

মহারাজের আদেশ এই যে, তুমি নটী তোমাকে অশোকবনে নাচতে যেতে হবে।

শ্রীমতী

নাচ! আজ!

মালতী

তোমরা এ কী কথা বলছ গো। মহারাজের ভয় হল না এমন আদেশ করতে?

রত্নাবলী

ভয় হবারই তো কথা। সেই দিনই তো এসেছে। তাঁর নটীদাসীকেও ভয় করবেন রাজেশ্বর! গ্রাম্য বর্বর।

শ্রীমতী

কখন্ নাচ হবে?

রত্নাবলী

আজ আরতির বেলায়।

শ্রীমতী

প্রভুর আসনবেদির সামনে?

রত্নাবলী

হাঁ।

শ্রীমতী

তবে তাই হোক।

সকলের প্রস্থান

ভিক্ষুদের প্রবেশ ও গান

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভজটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর সব প্রাণী
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চির-মধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

এস দানবীর দাও ত্যাগকঠিন দীক্ষা,
মহাভিক্ষু লও সবার অহংকার ভিক্ষা।
লোক লোক ভুলুক শোক খণ্ডন কর মোহ,
উজ্জ্বল হোক জ্ঞান-সূর্য উদয়-সমারোহ,
প্রাণ লভুক সকল ভুবন নয়ন লভুক অন্ধ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয় তাপদহনদীপ্ত,
বিষয়বিষ-বিকারজীর্ণ দীর্ণ অপরিতৃপ্ত ।
    দেশ দেশ পরিল তিলক রক্ত কলুষ গ্লানি,
    তব মঙ্গলশঙ্খ আন তব দক্ষিণপাণি,
    তব শুভসংগীতরাগ তব সুন্দর ছন্দ ।
        শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
        করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য ॥

তৃতীয় অঙ্ক

রাজোদ্যান

মালতী ও শ্রীমতী

মালতী

দিদি, শান্তি পাচ্ছিনে।

শ্রীমতী

কী হয়েছে।

মালতী

তোমাকে যখন ওরা নাচের সাজ করাতে নিয়ে গেল আমি চুপি চুপি ওই প্রাচীরের কাছে গিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে দেখলেম। দেখি ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণার মৃতদেহ নিয়ে চলেছে আর,—

শ্রীমতী

থামলে কেন। বলো।

মালতী

রাগ করবে না দিদি? আমি বড়ো দুর্বল।

শ্রীমতী

কিছুতে না।

মালতী

দেখলেম অন্ত্যেষ্টিমন্ত্র পড়তে পড়তে শবদেহের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলেন।

শ্রীমতী

কে যাচ্ছিলেন।

মালতী

দূর থেকে মনে হল যেন তিনি।

শ্রীমতী

অসম্ভব নেই।

মালতী

পণ করেছিলেম, মুক্তি যতদিন না পাই তাঁকে দূর থেকেও দেখব না।

শ্রীমতী

রক্ষা করিস সেই পণ। সমুদ্রের দিকে অনিমেষ তাকিয়ে থাকলেই তো পার দেখা যায় না। দুরাশায় মনকে প্রশ্রয় দিসনে।

মালতী

তাঁকে দেখবার আশায় মনকে আকুল করছি মনে

কোরো না। ভয় হচ্ছে ওঁকে তারা মারবে। তাই কাছে থাকতে চাই। পণ রাখতে পারছিনে বলে আমাকে অবজ্ঞা কোরো না দিদি।

শ্রীমতী

আমি কি তোর ব্যথা বুঝিনে।

মালতী

তাঁকে বাঁচাতে পারব না কিন্তু মরতে তো পারব। আর পারলুম না দিদি, এবারকার মতো সব ভেঙে গেল। এ-জীবনে হবে না মুক্তি।

শ্রীমতী

যাঁর কাছে যাচ্ছিস তিনিই তোকে মুক্তি দিতে পারেন। কেননা তিনি মুক্ত। তোর কথা শুনে আজ একটা কথা বুঝতে পারলুম।

মালতী

কী বুঝলে দিদি।

শ্রীমতী

এখনো আমার মনের মধ্যে পুরানো ক্ষত চাপা আছে সে আবার ব্যথিয়ে উঠল। বন্ধনকে বাইরে থেকে যতই তাড়া করেছি ততই সে ভিতরে গিয়ে লুকিয়েছে।

মালতী

রাজবাড়িতে তোমার মতো একলা মানুষ আর কেউ নেই তাই তোমাকে ছেড়ে যেতে বড়ো কষ্ট পাচ্ছি। কিন্তু যেতে হল। যখন সময় পাবে আমার জন্যে ক্ষমার মন্ত্র পোড়ো।

শ্রীমতী

বুদ্ধে যো খলিতো দোসো, বুদ্ধো খমতু তং মম।

মালতী

প্রণাম করিতে করিতে

বুদ্ধো খমতু তং মম।

যাবার মুখে একটা গান শুনিয়ে দাও। তোমার ওই মুক্তির গানে আজ একটুও মন দিতে পারব না। একটা পথের গান গাও।

শ্রীমতীর গান

পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে।
পিছিয়ে পড়েছি আমি যাব যে কী করে।
এসেছে নিবিড় নিশি
পথরেখা গেছে মিশি,'
সাড়া দাও, সাড়া দাও আঁধারের ঘোরে॥

ভয় হয় পাছে ঘুরে ঘুরে
যত আমি যাই তত যাই চলে দূরে।
মনে করি আছ কাছে
তবু ভয় হয় পাছে
আমি আছি তুমি নাই কালি নিশিভোরে॥

মালতী

শোনো দিদি, আবার গর্জন। দয়া নেই, কারো দয়া নেই। অনন্তকারুণিক বুদ্ধ তো এই পৃথিবীতেই পা দিয়েছেন তবু এখানে নরকের শিখা নিবল না। আর দেরি করতে পারিনে। প্রণাম, দিদি। মুক্তি যখন পাবে আমাকে একবার ডাক দিয়ো, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখো।

শ্রীমতী

চল্, তোকে প্রাচীরদ্বার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসিগে।

উভয়ের প্রস্থান। রত্নাবলী ও মল্লিকার প্রবেশ

রত্নাবলী

দেবদত্তের শিষ্যেরা ভিক্ষুণীকে মেরেছে। তা নিয়ে এত ভাবনা কিসের। ও তো ছিল সেই ক্ষেত্রপালের মেয়ে।

মল্লিকা

কিন্তু আজ যে ও ভিক্ষুণী।

রত্নাবলী

মন্ত্র পড়ে কি রক্ত বদল হয়।

মল্লিকা

আজকাল তো দেখছি মন্ত্রের বদল রক্তের বদলের চেয়ে ঢের বড়ো।

রত্নাবলী

রেখে দে ও-সব কথা। প্রজারা উত্তেজিত হয়েছে বলে রাজার ভাবনা! এ আমি সইতে পারিনে। তোমার ভিক্ষুধর্ম রাজধর্মকে নষ্ট করছে।

মল্লিকা

উত্তেজনার আরো একটু কারণ আছে। মহারাজ বিম্বিসার পূজার জন্য যাত্রা করে বেরিয়েছেন কিন্তু এখনো পৌঁছননি, প্রজারা সন্দেহ করছে।

রত্নাবলী

কানাকানি চলছে আমিও শুনেছি। ব্যাপারটা ভালো নয় তা মানি। কিন্তু কর্মফলের মূর্তি হাতে হাতে দেখা গেল।

মল্লিকা

কী কর্মফল দেখলে।

রত্নাবলী

মহারাজ বিম্বিসার পিতার বৈদিক ধর্মকে বিনাশ করেছেন। সে কি পিতৃহত্যার চেয়ে বেশি নয়। ব্রাহ্মণরা তো তখন থেকেই বলছে, যে-যজ্ঞের আগুন উনি নিবিয়েছেন সেই ক্ষুধিত আগুন একদিন ওঁকে খাবে।

মল্লিকা

চুপ চুপ, আস্তে। জান তো, অভিশাপের ভয়ে উনি কী রকম অবসন্ন হয়ে পড়েছেন।

রত্নাবলী

কার অভিশাপ।

মল্লিকা

বুদ্ধের। মনে মনে মহারাজ ওঁকে ভারি ভয় করেন।

রত্নাবলী

বুদ্ধ তো কাউকে অভিশাপ দেন না। অভিশাপ দিতে জানে দেবদত্ত।

মল্লিকা

তাই তার এত মান। দয়ালু দেবতাকে মানুষ মুখের কথায় ফাঁকি দেয়, হিংসালু দেবতাকে দেয় দামী অর্ঘ্য।

রত্নাবলী

যে-দেবতা হিংসা করতে জানে না, তাকে উপবাসী থাকতে হয়, নখদন্তহীন বৃদ্ধ সিংহের মতো।

মল্লিকা

যাই হোক এই বলে যাচ্ছি, আজ সন্ধেবেলায় ওই অশোকচৈত্যে পুজো হবেই।

রত্নাবলী

তা হয় হোক কিন্তু নাচ তার আগেই হবে এও আমি বলে দিচ্ছি।

মল্লিকার প্রস্থান। বাসবীর প্রবেশ

বাসবী

প্রস্তুত হয়ে এলেম।

রত্নাবলী

কিসের জন্যে।

বাসবী

শোধ তুলব বলে। অনেক লজ্জা দিয়েছে ওই নটী।

রত্নাবলী

উপদেশ দিয়ে ?

বাসবী

না, ভক্তি করিয়ে।

রত্নাবলী

তাই ছুরি হাতে এসেছ?

বাসবী

সেজন্যে না। রাষ্ট্রবিপ্লবের আশঙ্কা ঘটেছে। বিপদে পড়ি তো নিরস্ত্র মরব না।

রত্নাবলী

নটীর উপর শোধ তুলবে কী দিয়ে?

বাসবী

হার দেখাইয়া

এই হার দিয়ে।

রত্নাবলী

তোমার হীরের হার!

বাসবী

বহুমূল্য অবমাননা, রাজকুলের উপযুক্ত। ও নাচবে ওর গায়ে পুরস্কার ছুঁড়ে ফেলে দেবো।

রত্নাবলী

ও যদি তিরস্কার ক'রে ফিরে ফেলে দেয় তোমার গায়ে। যদি না নেয়।

বাসবী

ছুরি দেখাইয়া

তখন এই আছে।

রত্নাবলী

শীঘ্র ডেকে আনো মহারানী লোকেশ্বরীকে, তিনি খুব আমোদ পাবেন।

বাসবী

আসবার সময় খুঁজেছিলেম তাঁকে। শুনলেম ঘরে দ্বার দিয়ে আছেন। একি রাষ্ট্রবিপ্লবের ভয়ে না স্বামীর 'পরে অভিমানে? বোঝা গেল না।

রত্নাবলী

কিন্তু আজ হবে নটীর নতিনাট্য; তাতে মহারানীর উপস্থিত থাকা চাই।

বাসবী

নটীর নতিনাট্য। নামটি বেশ বানিয়েছ।

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা

যা মনে করেছিলেম তাই ঘটেছে। রাজ্যে যেখানে যত বুদ্ধের শিষ্য আছে মহারাজ অজাতশত্রু সবাইকে ডাকতে দূত পাঠিয়েছেন। এমনি করে গ্রহপূজা চলছেই, কখনো বা শনিগ্রহ কখনো বা রবিগ্রহ।

রত্নাবলী

ভালোই হয়েছে। বুদ্ধের সব-কটি শিষ্যকেই দেবদত্তের

শিষ্যদের হাতে একসঙ্গে সমর্পণ করে দিন। তাতে সময়-সংক্ষেপ হবে।

মল্লিকা

সেজন্যে নয়। ওরা রাজার হয়ে অহোরাত্র পাপমোচন মন্ত্র পড়তে আসছে। মহারাজ একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছেন।

বাসবী

তাতে কী হয়েছে।

মল্লিকা

কী আশ্চর্য। এখনো জনশ্রুতি তোমার কানে পৌঁছয়নি! সবাই অনুমান করছে, পথের মধ্যে ওরা বিম্বিসার মহারাজকে হত্যা করেছে।

বাসবী

সর্বনাশ। এ কখনো সত্য হতেই পারে না।

মল্লিকা

কিন্তু এটা সত্য যে, মহারাজকে যেন আগুনের জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। তিনি কোন্ একটা অনুশোচনায় ছটফট করে বেড়াচ্ছেন।

বাসবী

হায়, হায়, এ কী সংবাদ।

রত্নাবলী

লোকেশ্বরী মহারানী কি শুনেছেন।

মল্লিকা

অপ্রিয় সংবাদ তাঁকে যে শোনাবে তাকে তিনি দুখানা করে ফেলবেন। কেউ সাহস পাচ্ছে না।

বাসবী

সর্বনাশ হল। এতবড়ো পাপের আঘাত থেকে রাজবাড়ির কেউ বাঁচবে না। ধর্মকে নিয়ে যা খুশি করতে গেলে কি সহ্য হয়।

রত্নাবলী

ওই রে। বাসবী আবার দেখছি নটীর চেলা হবার দিকে ঝুঁকছে। ভয়ের তাড়া খেলেই ধর্মের মূঢ়তার পিছনে মানুষ লুকোতে চেষ্টা করে।

বাসবী

কখনো না। আমি কিছু ভয় করিনে। ভদ্রাকে এই খবরটা দিয়ে আসিগে।

রত্নাবলী

মিথ্যা ছুতো করে পালিয়ো না। ভয় তুমি পেয়েছ। তোমাদের এই অবসাদ দেখলে আমার বড়ো লজ্জা করে। এ কেবল নীচসংসর্গের ফল।

বাসবী

অন্যায় বলছ তুমি, আমি কিছুই ভয় করিনে।

রত্নাবলী

আচ্ছা তাহলে অশোকবনে নাচ দেখতে চলো।

বাসবী

কেন যাব না। তুমি ভাবছ আমাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছ?

রত্নাবলী

আর দেরি নয়, মল্লিকা, শ্রীমতীকে এখনি ডাকো, সাজ হোক বা না হোক। রাজকন্যারা যদি না আসতে চায় রাজকিংকরীদের সবাইকে চাই নইলে কৌতুক অসম্পূর্ণ থাকবে।

বাসবী

ওই যে শ্রীমতী আসছে। দেখো, দেখো, যেন চলছে স্বপ্নে। যেন মধ্যাহ্নের দীপ্ত মরীচিকা, ওর মধ্যে ও যেন একটুও নেই।

ধীরে ধীরে শ্রীমতীর প্রবেশ ও গান

হে মহাজীবন, হে মহামরণ,
লইনু শরণ, লইনু শরণ।

আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা,
পরাও, পরাও জ্যোতির টিকা,
করো হে আমার লজ্জা হরণ ॥

রত্নাবলী

এইদিকে পথ। আমাদের কথা কি কানে পৌঁছচ্ছে না। এই যে এইদিকে।

শ্রীমতী

পরশরতন তোমারি চরণ,
লইনু শরণ লইনু শরণ,
যা-কিছু মলিন, যা কিছু কালো
যা-কিছু বিরূপ হোক তা ভালো,
ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ ॥

রত্নাবলী

বাসবী, দাঁড়িয়ে রইলে কেন। চলো।

বাসবী

না আমি যাব না।

রত্নাবলী

কেন যাবে না।

বাসবী

তবে সত্য কথা বলি। আমি পারব না।

রত্নাবলী

ভয় করছে?

বাসবী

হাঁ ভয় করছে।

রত্নাবলী

ভয় করতে লজ্জা করছে না?

বাসবী

একটুমাত্রও না। শ্রীমতী, সেই ক্ষমার মন্ত্রটা।

শ্রীমতী

উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদপংসু-বরুত্তমং
বুদ্ধে যো খলিতো দোসো বুদ্ধো খমতু তং মম।

বাসবী

বুদ্ধো খমতু তং মম, বুদ্ধো খমতু তং মম,
বুদ্ধো খমতু তং মম।

শ্রীমতীর গান

হার মানালে, ভাঙিলে অভিমান।
ক্ষীণ হাতে জ্বালা
ম্লান দীপের থালা
হল খান খান।

এবার তবে জ্বালো
আপন তারার আলো,
রঙিন ছায়ার এই গোধূলি হোক অবসান ॥
এসো পারের সাথি।
বইল পথের হাওয়া, নিবল ঘরের বাতি।
আজি বিজন বাটে,
অন্ধকারের ঘাটে
সব-হারানো নাটে
এনেছি এই গান ॥

সকলের প্রস্থান। ভিক্ষুদের প্রবেশ ও গান

সকল কলুষ তামস হর,
জয় হোক তব জয়,
অমৃতবারি সিঞ্চন কর
নিখিল বনময়।
মহাশান্তি মহাক্ষেম
মহাপুণ্য মহাপ্রেম ॥
জ্ঞানসূর্য-উদয়ভাতি
ধ্বংস করুক তিমির-রাতি।
দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি'
অপগত কর ভয়।

মহাশান্তি মহাক্ষেম
মহাপুণ্য মহাপ্রেম ॥
মোহমলিন অতিদুর্দিন
শঙ্কিত-চিত পান্থ,
জটিল-গহন পথসংকট
সংশয়-উদ্‌ভ্রান্ত।
করুণাময় মাগি শরণ
দুর্গতিভয় করহ হরণ,
দাও দুঃখবন্ধতরণ
মুক্তির পরিচয়।
মহাশান্তি মহাক্ষেম
মহাপুণ্য মহাপ্রেম ॥

চতুর্থ অঙ্ক

অশোকতল। ভাঙা স্তূপ

ভগ্নপ্রায় আসনবেদি

রত্নাবলী। রাজকিংকরীগণ। একদল রক্ষিণী

প্রথম কিংকরী

রাজকুমারী, আমাদের প্রাসাদের কাজে বিলম্ব হচ্ছে।

রত্নাবলী

আর একটু অপেক্ষা করো। মহারানী লোকেশ্বরী স্বয়ং এসে দেখতে চান। তিনি না এলে নাচ আরম্ভ হতে পারে না।

দ্বিতীয় কিংকরী

আপনার আদেশে এসেছি। কিন্তু অধর্মের ভয়ে মন ব্যাকুল।

তৃতীয় কিংকরী

এইখানেই প্রভুকে পূজা দিয়েছি, আজ এখানেই

নটীর নাচ দেখা! ছি ছি, কেমন করে এ পাপের ক্ষালন হবে।

চতুর্থ কিংকরী

এতবড়ো বীভৎস ব্যাপার এখানে হবে জানতেম না। থাকতে পারব না আমরা, কিছুতে না।

রত্নাবলী

মন্দভাগিনী তোরা শুনিসনি, বুদ্ধের পূজা এ-রাজ্যে নিষিদ্ধ হয়েছে।

চতুর্থ কিংকরী

রাজাকে অমান্য করা আমাদের সাধ্য নেই। ভগবানের পূজা নাই করলেম কিন্তু তাই বলে তাঁর অপমান করতে পারিনে।

প্রথম কিংকরী

রাজবাড়ির নটীর নাচ রাজকন্যা-রাজবধূদেরই জন্যে। এ সভায় আমাদের কেন। চলো তোমরা, আমাদের যেখানে স্থান সেখানে যাই।

রত্নাবলী

রক্ষিণীদের প্রতি

যেতে দিয়ো না ওদের। এইবার শীঘ্র নটীকে ডেকে নিয়ে এসো।

প্রথম কিংকরী

রাজকুমারী, এ পাপ নটীকে স্পর্শ করবে না। এ পাপ তোমারই।

রত্নাবলী

তোরা ভাবিস তোদের নতুন ধর্মের নতুন-গড়া পাপকে আমি গ্রাহ্য করি!

দ্বিতীয় কিংকরী

মানুষের ভক্তিকে অপমান করা এ তো চিরকালের পাপ।

রত্নাবলী

এই নটীসাধ্বীর হাওয়া তোমাদের সবাইকে লাগল দেখছি। আমাকে পাপের ভয় দেখিয়ো না, আমি শিশু নই।

রক্ষিণী

প্রথম কিংকরীর প্রতি

বসুমতী, আমরা শ্রীমতীকে ভক্তি করেছি। কিন্তু ভুল করেছি তো। সে তো নাচতে রাজি হল।

রত্নাবলী

রাজি হবে না? রাজার আদেশকে ভয় করবে না?

রক্ষিণী

ভয় তো আমরাই করি, কিন্তু—

রত্নাবলী

নটীর পদ কি তোমাদেরও উপরে।

প্রথম কিংকরী

আমরা তো ওকে নটী বলে আর ভাবতুম না। আমরা ওর মধ্যে স্বর্গের আলো দেখেছি।

রত্নাবলী

নটী স্বর্গে গিয়েও নাচে তা জানিসনে!

রক্ষিণী

শ্রীমতীকে পাছে রাজার আদেশে আঘাত করতে হয় এই ভয় ছিল কিন্তু আজ মনে হচ্ছে রাজার আদেশের অপেক্ষা করার দরকার নেই।

প্রথম কিংকরী

ও পাপীয়সীদের কথা থাক্। কিন্তু এই পাপদৃশ্যে দুই চোখকে কলঙ্কিত করলে আমাদের গতি হবে কী।

রত্নাবলী

এখনো নটীর সাজ শেষ হল না। দেখছ তো তোমাদের নটীসাধ্বীর সাজের আনন্দ কত।

প্রথম কিংকরী

ওই যে এল। ইস, দেখেছিস ঝলমল করছে।

দ্বিতীয় কিংকরী

পাপ দেহে এক-শ বাতির আলো জ্বালিয়েছে।

শ্রীমতীর প্রবেশ

প্রথম কিংকরী

পাপিষ্ঠা, শ্রীমতী। ভগবানের আসনের সম্মুখে, নির্লজ্জ, তুই আজ নাচবি। তোর দুখানা পা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল না এখনো?

শ্রীমতী

উপায় নেই, আদেশ আছে।

দ্বিতীয় কিংকরী

নরকে গিয়ে শতলক্ষ বৎসর ধরে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপরে তোকে দিনরাত নাচতে হবে এ আমি বলে দিলেম।

তৃতীয় কিংকরী

দেখো একবার। পাতকিনী আপাদমস্তক অলংকার পরেছে। প্রত্যেক অলংকারটি আগুনের বেড়ি হয়ে তোর হাড়ে মাংসে জড়িয়ে থাকবে, তোর নাড়ীতে নাড়ীতে জ্বালার স্রোত বইয়ে দেবে তা জানিস?

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা

জনান্তিকে, রত্নাবলীকে

রাজ্যে বুদ্ধপূজার যে-নিষেধ প্রচার হয়েছিল সে আবার ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। পথে পথে দুন্দুভি বাজিয়ে তাই ঘোষণা চলছে। হয়তো এখনি এখানেও আসবে তাই সংবাদ দিয়ে গেলেম। আরো একটি সংবাদ আছে। আজ মহারাজ অজাতশত্রু স্বয়ং এখানে এসে পূজা করবেন তার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন।

রত্নাবলী

একবার দৌড়ে যাও তাহলে মল্লিকা—শীঘ্র মহারানী লোকেশ্বরীকে ডেকে নিয়ে এসো।

মল্লিকা

ওই যে তিনি আসছেন।

লোকেশ্বরীর প্রবেশ

রত্নাবলী

মহারানী, এই আপনার আসন।

লোকেশ্বরী

থামো। শ্রীমতীর সঙ্গে নিভৃতে আমার কথা আছে।

শ্রীমতীকে জনান্তিকে ডাকিয়া লইয়া

শ্রীমতী।

শ্রীমতী

কী মহারানী।

লোকেশ্বরী

এই লও, তোমার জন্যে এনেছি।

শ্রীমতী

কী এনেছেন।

লোকেশ্বরী

অমৃত।

শ্রীমতী

বুঝতে পারছিনে।

লোকেশ্বরী

বিষ। খেয়ে মরো, পরিত্রাণ পাবে।

শ্রীমতী

পরিত্রাণের আর উপায় নেই ভাবছেন?

লোকেশ্বরী

না। রত্নাবলী আগেই গিয়ে রাজার কাছ থেকে তোমার জন্যে নাচের আদেশ আনিয়েছে। সে আদেশ কিছুতেই ফিরবে না জানি।

রত্নাবলী

মহারানী, আর সময় নেই, নৃত্য আরম্ভ হোক।

লোকেশ্বরী

এই নে, শীঘ্র খেয়ে ফেল্‌। এখানে মলে স্বর্গ পাবি, এখানে নাচলে যাবি অবীচি নরকে।

শ্রীমতী

সর্বাগ্রে আদেশ পালন করে নিই।

লোকেশ্বরী

নাচবি?

শ্রীমতী

হাঁ নাচব।

লোকেশ্বরী

ভয় নেই তোর?

শ্রীমতী

না, কিছু না।

লোকেশ্বরী

তবে তোমাকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না।

শ্রীমতী

যিনি উদ্ধারকর্তা তিনি ছাড়া।

রত্নাবলী

মহারানী, আর একমুহূর্ত দেরি চলবে না। বাইরে গোলমাল শুনছ না? হয়তো বিদ্রোহীরা এখনি রাজোদ্যানে ঢুকে পড়বে। নটী, নাচ শুরু হোক।

শ্রীমতীর গান ও নাচ

আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমঃ
তোমায় স্মরি, হে নিরুপম,
নৃত্যরসে চিত্ত মম
উছল হয়ে বাজে ॥
আমার সকল দেহের আকুল রবে
মন্ত্রহারা তোমার স্তবে
ডাহিনে বামে ছন্দ নামে
নব জনমের মাঝে ।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
সংগীতে বিরাজে ॥

রত্নাবলী

এ কী রকম নাচ? এ তো নাচের ভান। আর এই গানের অর্থ কী।

লোকেশ্বরী

না না বাধা দিয়ো না।

শ্রীমতীর নাচ ও গান

এ কী পরম ব্যথায় পরান কাঁপায়
কাঁপন বক্ষে লাগে

শান্তিসাগরে ঢেউ খেলে যায়
সুন্দর তায় জাগে।
আমার সব চেতনা সব বেদনা
রচিল এ যে কী আরাধনা,
তোমার পায়ে মোর সাধনা
মরে না যেন লাজে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
সংগীতে বিরাজে॥

রত্নাবলী

এ কী হচ্ছে? গয়নাগুলো একে একে তালে তালে ওই স্তূপের আবর্জনার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। ওই গেল কঙ্কণ, ওই গেল কেয়ূর, ওই গেল হার। মহারানী, দেখছেন এ সমস্ত রাজবাড়ির অলংকার—এ কী অপমান! শ্রীমতী, এ আমার নিজের গায়ের অলংকার। কুড়িয়ে নিয়ে এসে মাথায় ঠেকাও, যাও এখনি।

লোকেশ্বরী

শান্ত হও, শান্ত হও। ওর দোষ নেই, এমনি করে আভরণ ফেলে দেওয়া, এই নাচের এই তো অঙ্গ। আনন্দে আমারও শরীর দুলে উঠছে।

গলা হইতে হার খুলিয়া ফেলিয়া

শ্রীমতী, থেমো না, থেমো না।

শ্রীমতীর গান ও নাচ

আমি কানন হতে তুলিনি ফুল,
মেলেনি মোরে ফল।
কলস মম শূন্যসম
ভরিনি তীর্থজল।
আমার তনু তনুতে বাঁধনহারা
হৃদয় ঢালে অধরা-ধারা,
তোমার চরণে হোক তা সারা
পূজার পুণ্য কাজে।
তোমার বন্দনা মোর ভাঙ্গতে আজ
সংগীতে বিরাজে॥

রত্নাবলী

এ কী রকম নাচের বিড়ম্বনা। নটীর বেশ একে একে ফেলে দিলে। দেখছ তো মহারানী, ভিতরে ভিক্ষুণীর পীতবস্ত্র। একেই কি পূজা বলে না। রক্ষিণী, তোমরা দেখছ। মহারাজ কী দণ্ড বিধান করেছেন মনে নেই?

রক্ষিণী

শ্রীমতী তো পূজার মন্ত্র পড়েনি।

শ্রীমতী

জানু পাতিয়া

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি—

রক্ষিণী

শ্রীমতীর মুখে হাত দিয়া

থাম্ থাম্ দুঃসাহসিকা, এখনো থাম্।

রত্নাবলী

রাজার আদেশ পালন করো।

শ্রীমতী

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি

ধম্মং সরণং গচ্ছামি—

কিংকরীগণ

সর্বনাশ করিসনে শ্রীমতী, থাম্ থাম্।

রক্ষিণী

যাসনে মরণের মুখে উন্মত্তা।

দ্বিতীয় রক্ষিণী

আমি করজোড়ে মিনতি করছি আমাদের উপর দয়া করে ক্ষান্ত হ।

কিংকরীগণ

চক্ষে দেখতে পারব না, দেখতে পারব না, পালাই আমরা।

পলায়ন

রত্নাবলী

রাজার আদেশ পালন করো।

শ্রীমতী

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি
সংঘং সরণং গচ্ছামি।

লোকেশ্বরী

জানু পাতিয়া সঙ্গে সঙ্গে

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি
সংঘং সরণং গচ্ছামি।

রক্ষিণী শ্রীমতীকে অস্ত্রাঘাত করিতেই সে আসনের উপর পড়িয়া গেল। 'ক্ষমা করো, ক্ষমা করো,' বলিতে বলিতে রক্ষিণীরা একে একে শ্রীমতীর পায়ের ধুলা লইল।

লোকেশ্বরী

শ্রীমতীর মাথা কোলে লইয়া

নটী, তোর এই ভিক্ষুণীর বস্ত্র আমাকে দিয়ে গেলি।

বসনের একপ্রান্ত মাথায় ঠেকাইয়া

এ আমার।

রত্নাবলী ধূলিতে বসিয়া পড়িল

মল্লিকা

কী ভাবছ।

রত্নাবলী

বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আচ্ছন্ন করিয়া

এইবার আমার ভয় হচ্ছে।

প্রতিহারিণীর প্রবেশ

প্রতিহারিণী

মহারাজ অজাতশত্রু ভগবানের পূজা নিয়ে কাননদ্বারে অপেক্ষা করছেন দেবীদের সম্মতি চান।

মল্লিকা

চলো, আমি মহারাজকে দেবীদের সম্মতি জানিয়ে আসিগে।

মল্লিকার প্রস্থান

লোকেশ্বরী

বলো তোমরা সবাই,

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।

রত্নাবলী ব্যতীত সকলে

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।

লোকেশ্বরী

ধম্মং সরণং গচ্ছামি।

রত্নাবলী ব্যতীত সকলে

ধম্মং সরণং গচ্ছামি।

লোকেশ্বরী

সংঘং সরণং গচ্ছামি।

রত্নাবলী ব্যতীত সকলে

সংঘং সরণং গচ্ছামি।

নত্থি মে সরণং অঞ্‌ঞং বুদ্ধো মে সরণং বরং।
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং॥

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা

মহারাজ এলেন না, ফিরে গেলেন।

লোকেশ্বরী

কেন।

মল্লিকা

সংবাদ শুনে তিনি ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠলেন।

লোকেশ্বরী

কাকে তার ভয়।

মল্লিকা

ওই হতপ্রাণ নটীকে।

লোকেশ্বরী

চলো পালঙ্ক নিয়ে আসি। এর দেহকে সকলে বহন করে নিয়ে যেতে হবে।

রত্নাবলী ছাড়া সকলের প্রস্থান

রত্নাবলী

শ্রীমতীর পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম। জানু পাতিয়া বসিয়া

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি

ধম্মং সরণং গচ্ছামি

সংঘং সরণং গচ্ছামি

নটীর পূজা অবদানশতকের একটি কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই কাহিনীটি অবলম্বনে কথা ও কাহিনীর অন্তর্গত পূজারিনী কবিতাটিও রচিত হইয়াছিল।

১৩৩৩ সালের ২৫ বৈশাখ সায়ংকালে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে নটীর পূজা প্রথম অভিনীত হয়—অভিনয়স্থল উত্তরায়ণ, কোণার্ক, শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতনের নিম্নোল্লিখিত ছাত্রীগণ বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন :

লোকেশ্বরী ॥ শ্রীমালতী সেন

মল্লিকা ॥ শ্রীঅমিতা সেন

রাজকুমারীগণ ॥ শ্রীমমতা সেন, রমা মজুমদার, শ্রীলতিকা রায়, শ্রীচিত্রা ঠাকুর, শ্রীজ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়

উৎপলপর্ণা ॥ শ্রীইভা বসু

শ্রীমতী ॥ শ্রীগৌরী বসু

মালতী ॥ শ্রীঅমিতা চক্রবর্তী

রাজকিংকরীগণ ॥ অমিতা সেন বা খুকু, ও অন্যান্য

রক্ষিণীগণ ॥ শ্রীসুমিতা চক্রবর্তী ও অন্যান্য

প্রথম অভিনয়ে উপালি চরিত্র ছিল না, উপালি চরিত্র সংবলিত সূচনা অংশও গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণের সময় ছিল না। ১৩৩৩ সালের ১৪ মাঘ কলিকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে দ্বিতীয় অভিনয়ের সময় ঐ অংশ যোজিত হয়, উপালির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করিয়াছিলেন। নটীর পূজার সূচনা অংশ দ্বিতীয় সংস্করণে মুদ্রিত হয়।

স্বরলিপি

নিশীথে কী কয়ে গেল	স্বরবিতান ১
তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে	স্বরবিতান ১
বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন হবে	স্বরবিতান ২
আর রেখো না আঁধারে	স্বরবিতান ৫
হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি	স্বরবিতান ১
পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে	স্বরবিতান ২
হে মহাজীবন, হে মহামরণ	স্বরবিতান ৫
হার মানালে, ভাঙিলে অভিমান	স্বরবিতান ৩
আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো	স্বরবিতান ২
সকল কলুষ তামস হর	বিশ্বভারতী পত্রিকা আশ্বিন ১৩৪৯।